# শ্লীল অশ্লীল

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

সারা দিন টিপ টিপ বৃষ্টি।
কখনও ঝড়ো বাতাস।
সারা দিন আকাশ ভার হয়ে আছে অভিমানী বালিকার মতো।
সারা দিন মানুষজন রাস্তায় ভিজছে। মোড়ে মোড়ে অসংখ্য মানুষ বাসের অপেক্ষায়।
বাস নেই। মিনিবাস নেই। দু'একটা স্টেট বাস মাঝে মাঝে চোখে সর্ষে ফুল ফুটিয়ে উধাও।
ভিড় উপচে পড়ছে। বাস থামছে না।
কাঁঠালের কোয়ার মতো মানুষজন পা-দানি থেকে বাসের সর্বত্র ঝুলছে।
সরকারি বাস এখন ভগবান—অথবা কোনও বেগবান ঘোড়া। মানুষজন হা হা করে ছুটে

গেলেও থামছে না। চোখের সামনে পলকে হাওয়া হয়ে যাচ্ছে। অফিস শেষে তারও সবার মতো বাড়ি ফেরা জরুরি। অফিসে বসেই অঙ্ক কষে হিসাব করে বার করবে কতটা উজানে যেতে হবে। কতটা উজানে গিয়ে বাস ধরতে হবে। বিকেলের শিফটে কাজ। ন'টায় ছুটি। লাস্ট বাস পেতে হলে কতটা উজানে যেতে হবে অঙ্ক কষে বের না করলে বিপাকে পড়ে যাবে।

শ্যামবাজার মোড়ে গিয়ে লাভ নেই। খাল পাড়ে বাস স্ট্যান্ড। স্ট্যান্ডে গিয়েও লাভ নেই। গত তিনদিন ধরে বে-সরকারি বাস ধর্মঘট চলছে। দু-দিনের অভিজ্ঞতায় বুঝেছে বিবেচক মানুষেরা স্ট্যান্ডে গিয়ে বুজরুকের মতো বাসের অপেক্ষায় থাকে না। অঙ্কের মতো জীবনটাকে হিসাব করে চালাতে না পারলে, প্ল্যাটফর্মে ফেলে রেখে গাড়ি চলে যায়।

সে বুঝে ফেলেছে, ধূর্ত ধান্ধাবাজ মানুষের রাজত্বে আসলে অঙ্কের হিসাবটাই বড় হিসাব। গত দু-দিন হিসাবে ভুল করায় রডে ঝুলে বাড়ি ফিরেছে।

আজ বলতে গেলে সে খুবই সেয়ানা। হাতের কাজ একটু বেশি তাড়াতাড়ি সেরে দেরাজ বন্ধ করে বের হয়ে পড়বে ভাবছে। ঝড়-বৃষ্টির জন্য, দু-পাশের দোকানপাট বন্ধ। সে জন্য এক প্যাকেট সিগারেট আনিয়ে রেখেছে। অন্ধকার এবং কখনও দূরে রেলের শান্টিং-এর শব্দ। এই ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে বের হওয়া বড় দায়। তবে থেকে থেকে বৃষ্টি হচ্ছে এই রক্ষা। যেমন এখন ঝিরঝিরে বৃষ্টি সে জানলায় উঁকি মেরে তা টের পেল।

সে অঙ্ক কষতে বসে গেল।

প্রথমে যোগ তারপর বিয়োগ।

শেষে গুণ ভাগ করে বুঝল বাসে ঠাঁই পেতে হলে মোটামুটি উজান দিতে হবে গৌরীবাড়ি পর্যন্ত। সেখানেই খালি হয় বাসটা। দু-একজন যাত্রী থাকে, যারা খালপাড় পর্যন্ত আসে। দু-দিন ধরে সেখানেই উজানে দাঁড়িয়ে থাকা যাত্রীরা বাস বোঝাই করে ফেলে। দু-দিন গিয়েই দেখেছে, যাত্রী বোঝাই বাস, স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে। তিল ধারণের জায়গা নেই বাসে। রড ধরে ঝোলাঝুলি চলছে। কাড়াকাড়ি চলছে হাতল নাগাল পাবার জন্য। রাত ন'টার শিফট সেরে তার বাড়ি ফেরা।

সুতরাং সে স্থির করল মোটামুটি উজান দিতে হবে গৌরীবাড়ি পর্যন্ত। যাত্রী নামার মুখে গলে যেতে হবে। এই ভেবে সে স্ট্যান্ডের দিকে গেল না। গিয়ে লাভ নেই। সরকারি বাস বাঘের মতো ছোটে। যাত্রী তোলার দায় নেই, উঠতে পারলে ওঠো, না পারলে দাঁড়িয়ে থাক। জনদরদি সরকারের বাস। জনগণকে তোলারও দায় নেই, নামিয়ে দেওয়ারও দায় নেই। স্বাধীন।

সে হেঁটে গৌরীবাড়ি স্টপে এসে দাঁড়াল। প্রায় গোটা পাঁচেক স্টপ উজিয়ে আসা এবং তীর্থে বের হওয়ার মতো প্রতীক্ষা। গিজ গিজ করছে মানুষজন বাসের আশায়। টিপ টিপ বৃষ্টি। অজস্র ছাতা মাথায় মানুষ।

সহসা সে ঈশ্বরের মতো পবিত্র এক জ্যোতির্বলয় দেখতে পেল। প্রথমে ধন্ধ, সত্যি তিনি পারপারের কাণ্ডারী কি না। তারপর কাছে আসতেই যখন বুঝল সাক্ষাৎ ভগবান হাজির এবং ভগবানের গায়ে এঁটোলি পোকারা লেগে নেই, হাল্কা তিনি—তখন আর দেরি নয়। কপালে থাকলে বসার জায়গা পর্যন্ত পেয়ে যেতে পারে। লাস্ট বাস কিছুতেই ছাড়া যায় না। না আর ভাবতে পারছে না। সে লাফিয়ে উঠে গেল। আর হতবাক, সামনের সিটে কোথা থেকে একটা বডি ফেলে দিল কে! এক যাত্রী।

যাত্রীটির বোধহয় মগজের হিসাবে বিশ্বাস নেই। সঙ্গে ক্যালকুলেটার রাখে।

সে বুঝতে পারল, তিনি আরও সেয়ানা। তিনি উল্টোডাঙা পর্যন্ত উজান দিয়েছেন, বাসে জায়গা পাওয়ার জন্য। সিট দখল করার জন্য। তার ছটফটানি দেখে তিনি হাই তুলতে তুলতে বললেন, 'মা তারা।'

বাসটা খালপাড়ের স্ট্যান্ডে এসে থামল। লোক ভর্তি করে এবার ভাটার দিকে রওনা হবে। গৌরীবাড়ি হয়ে, উল্টোডাঙা হয়ে বাস ভি আই পি ধরে ছুটবে বলে ফের দম নিচ্ছে। সিটগুলো উল্টোডাঙা থেকেই দখল হয়ে আছে। ইতস্তত ফুটো একটা মেয়েদের সিট গৌরীবাড়ি পর্যন্ত খালি ছিল। স্ট্যান্ডে ধুম ধাড়াক্কা—উঠছে, বসছে, গিজ গিজ করছে। মুহূর্তে ঠেলাঠেলি, পা চালাচালি চলছে। সে বেকায়দায় পড়ে যাচ্ছে। জায়গামতো দাঁড়াতে না পারলে সে জানালার সামান্য বাতাসটুকু পর্যন্ত পাবে না। হাওয়া কোন দিক থেকে আসছে সে বোঝার চেষ্টা করল।

ধর্মঘটের প্রথম দিন সাফোকেশনে সে দম নিতে পারছিল না। ভয় হয়েছিল, গাড়িতেই না দম বন্ধ হয়ে পড়ে যাবে। সারাটা রাস্তা বড় আতঙ্কে কেটেছে।

আজ সে রড ধরে দাঁড়াবার জায়গা পেয়েছে। এবং কৃতার্থ এই ভেবে, একটু ঝির ঝিরে বাতাসও গায়ে লাগছে।

যাই হোক অক্সিজেন এবং বাতাসের আর্দ্রতা মিলে তার নিঃশ্বাস নিতে অন্তত কষ্ট হবে না। এইটুকু সম্বল করে সে একবার জানালায় উঁকি দিতেই দেখল, স্ট্যান্ডে লোক গিজ গিজ করছে। এখনও হুড়মুড় করে উঠে আসার চেষ্টা করছে—পারছে না। পাল্টা কিক মারছে বাসের ভেতর থেকে। এ-হেন যখন অবস্থা—কাঁঠালের কোয়ার মতো ছিটকে এসে পড়ল এক নারী। সঙ্গে জরুলের মতো লটকে আছে তার সব আণ্ডা বাচ্চা। এক হাতে পোঁটলা সামলাচ্ছে, এক হাতে আণ্ডা বাচ্চা সামলাচ্ছে। সব কটা কোমর ধরে ঝুলছে, আর কাঁইমাই শুরু করে দিয়েছে ভিড়ের চাপে। একটা কোলে, বাকি দু'টো হাঁটুর কাছে। আঁচলে মুড়ির পুঁটলি। ছিন্ন বাস। চুল রুক্ষ। কোথায় যে মরতে রওনা হল কে জানে! তার মধ্যে নানা প্রকারের কূট কামড় বুড়বুড়ি কাটে।

সে যেন প্রায় বিরক্ত হয়েই বলল, 'তুমি মেয়ে আর সময় বুঝলে না!'

তারপরই মনে হল, এটা তার বাড়াবাড়ি। যে যার মরণ গলায় নিয়ে হাঁটাচলা করে। তার কী দায় পড়েছে এত ভাববার।

আসলে সে বলতে চায়, অসময়ে ঘর থেকে বার হওয়া কেন! ভিড়ের গুঁতোগুঁতিতে বাচ্চাগুলি আবার চিঁড়েচ্যাপ্টা না হয়ে যায়।

কারণ সে বুঝতে পারছে যাত্রী সাধারণ বাড়ি ফেরার জন্য এখন মরিয়া। ফিরতে পারলেই হল। জায়গা মিলে গেলেই হল! কে পড়ে থাকল, কে ঝুলছে, কে চিঁড়েচ্যাপ্টা হচ্ছে অত দেখার দায় কে নেয়।

সুতরাং বাসের ভিতর গাদাগাদি, ঘাম আর মাঝখানে এক ছিন্নমূল নারী। কোথায় যে শেষ পর্যন্ত ছিটকে পড়বে। হাতল নাগাল পাচ্ছে না। ভিড়ের মধ্যে ঠেস দিয়ে নিজেকে সামলাচ্ছে, বাচ্চা সামলাচ্ছে। শাড়ি সামলাচ্ছে। সবচেয়ে ভয় হচ্ছিল, চোখের সামনে কোনও হত্যালীলা না দেখতে হয়! এত ভিড় যে ঘাড় পর্যন্ত ঘোরাতে পারছে না। সব লম্বা লম্বা হাত তার কাঁধের উপর দিয়ে রড নাগাল পাবার জন্য যুদ্ধ চালিয়েছে।

সে নিজের আত্মরক্ষা নিমিত্ত দু-হাতে শক্ত করে রড ধরে আছে। হাত ফসকালেই গেছে। ভিড়টা তার উপর চীনের প্রাচীরের মতো চেপে বসবে অথবা ভিড়ের বাসে সে দম বন্ধ হয়ে মারা যাবে।

আর কিছুক্ষণের মধ্যেই সে বুঝতে পারল কেউ আর সঠিক নিজের পায়ের উপর ভর করে দাঁড়িয়ে নেই। এধার ওধার, কারো পিঠে, কারো মাথায় বুকে একেবারে ধানের বস্তা হয়ে আছে সবাই। এক যুবতী তার সামনে ঠেলা মেরে উঠে দাঁড়িয়েছে।

বাসটা ছাড়ছে না।

একজন বলল, 'দুগগা দুগগা।'

'বাস কি ছাড়ছে!'

তখনই ট্যাঁও।

মা জননীর কোলের বাচ্চাটা হাই ফাই করে যখন আর বাতাস টানতে পারছে না, ট্যাঁও ট্যাঁও করে মিহিসুরে কান্নার চেষ্টা করছে।

'অপুষ্টিজনিত কান্না।'

কে একজন ফোড়ন কাটল।

'আরে মরে যাবে যে! করছেন কী! মা জননী, সামনে এগোতে পারেন কিনা দেখুন!'

আহম্মক! তার এমনই মনে হল। না ধুরন্ধর! লোকটা আয়েস করে বসে উপদেশ ঝাড়ছে।

আসলে অপুষ্টিজনিত কান্না সবার কাছেই বিরক্তিকর, কী সরকারের কাছে, কী বাবুদের কাছে। ঘায়ের জ্বালায় কুকুর পাগল—আর সময় পেলে না! বাস ধর্মঘটের দিন বেরিয়ে পড়লে!

তার মনে হল কুকুরের পাল নিয়ে বাসটা ঝিমুচ্ছে। সেও শালা কুকুর—বেজন্মার বাচ্চা। না হলে সে তো কোনওরকমে আলগা হয়ে দাঁড়ালেই জননী মাথা গলিয়ে সামনে চলে আসতে পারে। ঝির ঝিরে বাতাসে বাচ্চাটার শ্বাস নিতে তবে আর কষ্ট হত না। সে পারছে কৈ! আতঙ্ক। ভিড়ের ভিতর শ্বাসরোধ হয়ে কে মরতে চায়।

সে বুঝতে পারছিল অন্ধকূপ হত্যার সময় ঘরে এর চেয়ে বেশি গাদাগাদি লোক ছিল না। এমন কি সে তার শরীরে এখন ত্রিভঙ্গরূপ ফুটিয়ে তুলেও নিস্তার পাচ্ছিল না। ঠেলা খেতে খেতে সে মাঝখানটায় এসে গেছে। সামনের যুবতী যেন তাকে ঠেলে ধরছে।

সামনে থাকা 'মা তারা' যাত্রীটি বাইরের রূপ দেখছে। বিলক্ষণ টের পেয়েছে, সবাই আস্ত না পৌঁছালেও সে পৌঁছাবে। কেউ যেন বলল, 'এ মশাই পা ঠিক করে রাখুন।'

'কোথায় রাখব পা?'

'কেন আমার মাথায়। কোথায় রাখব। আরে পা চেপ্টে গেল। ও হো হো! গেল গেল!'

উদাস লোকটি বলল, 'মা তারা!'

পাশের সিটে কোথাও ত্রিপুরা নিয়ে বচসা শুরু হয়ে গেছে। বসার জায়গা পেয়ে পলিটিক্যালম্যান সব। কে কত খবর রাখে তার তর্জা চলছে।

বার বার ঘণ্টা বাজাচ্ছে কেউ। কন্ডাক্টারের টিকি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

ভেতরে কেউ কেনাস্তারা পেটাচ্ছে। ঘন্টি বাজাচ্ছে। শালা বানচুত বলছে। সরকারের গুষ্টির তুষ্টি করছে।

এহ বাহ্য—কেউ বলল, 'তেনারা চললেন। অলিম্পিকে মজা লুটতে চললেন। জনগণের পয়সায় খেলার নামে টাকার শ্রাদ্ধ।'

'আরে লোকটাতো দশ বছর আগে পাড়ায় মাস্তানি করত। এখন মন্ত্রী। কোন দেশে বাস করছি মশাই।'

কারা কথোপকথন চালাচ্ছে সে বুঝতে পারছে না। আসলে ওদের বসার জায়গা মিলে গেছে,না হলে পলিটিক্যাল টেমপো বাসের অন্ধকূপে তুলে দিতে পারত না।

উদাস লোকটি এই বুঝি ফের হাই তুলবে। তাঁর কেন যে লোকটির মুখ দেখে এত আতঙ্ক বোঝে না। 'মা তারা' বললেই সপাটে মুখে লাথি। তারও উপায় নেই। সে ত্রিভঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মাজা ধরে গেছে। পা তুলে ফেললে ফের রাখার জায়গা পাবে না।

বলল—আরে আরে মশাই করছেন কি! পায়ে লাগছে। সরান। পা সরান। সে বলতেও পারছে না, আমার জায়গা। পা তুললেই গেল। জায়গা দখল।

সে দেখতে পেল উদাস মানুষের হাতে ছাতা। ছাতায় তাপ্পি গোটা চারেক। বাসি দাড়ি গালে। চোখ সাদা। রক্তাল্পতার রুগী হতে পারে।

'একেবারে শেষ বয়সে অঙ্কের হিসাব যেমন মাথায় ঠিক আছে, তেমনি 'মা তারা' ও ভরসা করে ফেলেছে। যুবতীর ঘ্রাণ সে পাচ্ছে। চুলের ঘ্রাণ। ভিড়ের মধ্যে কিছুটা সে আরাম পাচ্ছে।

'আবার পা!'

'কোথায় রাখব বলুন না!'

'বলেছি না মাথায় রাখুন। পারেন তো সরকারের মাথায়। আমরা কী আর মানুষ আছি। বুঝতে পারছেন না জন্তু-জানোয়ার হয়ে গেছি!'

'আরে রাগ করে কী হবে!' কে একজন বলল।

'তাই বলে আমার পায়ে ভর করে দাঁড়াবেন!'

'এক পায়ে কতক্ষণ দাঁড়াই বলুন তো।'

কে যেন টিপ্পনি কাটল, আরে মশাই এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছেন সরকার আছে বলে। সরকার ওল্টালে তাও যাবে।

'আগে থেকে পা রাখতে পারলেন না কেন?'

'ঠিকই রেখেছিলাম। ঠেলাঠেলিতে পা হড়কে গেছে। জায়গা পাচ্ছি না।'

'জায়গা যখন পাচ্ছেন না, এক পায়েই দাঁড়িয়ে থাকুন।'

সে মেজাজ ঠিক রাখতে পারছে না। চিৎকার করে ঠেলাঠেলি শুরু করে দিল—বলল, আবদার!

সে বুঝতে পারল পা নিয়ে যখন প্রব্লেম শুরু—তখন হাত উঠবেই। কোথাকার জল কোথায় গড়াবে কে জানে। সে আত্মরক্ষার্থে নিরাপদ জায়গা খুঁজছিল। কিন্তু নড়তেই পারছে না, পড়ে পড়ে মার খাওয়া ছাড়া উপায় নেই। আর সেই চুলের ঘ্রাণ। নড়ে কি করে।

তিন শিশুই গরমে ঠাসাঠাসি ভিড়ে ফাঁপরে পড়ে গেছে। চিঁহি চিঁহি কান্না—জননীর পাশাপাশি যারা আছে তাদের অকাতরে সুপরামর্শ—'নেমে যাও বাছা। কেন বের হও! জান না বাস ধর্মঘট। জান না, গুঁতোগুঁতিতে তোমার একটা আণ্ডা বাচ্চাও আস্ত থাকবে না।'

তা আস্ত নাও থাকতে পারে। জন্তু জানোয়ারের লম্বা লম্বা ঠ্যাং—তার ফাঁক ফোকরে মুখ গুঁজে শ্বাস নেবার চেষ্টা করে থাকতে পারে।

কোলেরটা বোধহয় কম্ম সেরেছে। দুর্গন্ধ বের হচ্ছিল—এতে জননীর সুবিধা কিছুটা—লোকজন সটকান দিতে চাইছে। কিন্তু সে নড়ছে না। যুবতী নড়ছে না। এই একটা আরাম যা হোক তার এখনও আছে।

'ওঃ, কী জ্বালা। আরে সরে দাঁড়াও।'

জননী কাঁথা পাল্টাচ্ছে।

'আরে করছ কী!'

আর একটা রাজনৈতিক অস্থিরতা শুরু হল বলে অন্ধকূপে! শুধু যাঁরা বসে আছে, তাঁরা অন্য কলহে মত্ত। পিকনিকে যাওয়ার মতো, রুমাল উড়িয়ে ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান—গৌতম যা এবার খেলবে না! মহমেডান লীগ ফাইনালে। আরে লটারি না ছাই, সব গট আপ বোঝেন না। আসলে তোষণ।

তার কানে বরফের কুচির মতো কথার সূঁচ ঢুকে যাচ্ছে। কে বলছে, কাকে বলছে, কোথা থেকে বলছে বুঝতে পারছে না। ঘাড় ঘুরাতে গেলেই হাই হাই করে উঠছে সবাই।

'মশাই আপনি জানেন দশ হাজার লোক খুন হয়েছে।'

'ও কাগজের খবর। বাদ দিন। কাগুজে গপ্প শোনাবেন না মশাই।'

'কী বললেন? কাগুজে গপ্প! জানেন, মাইলাই-এর চেয়ে নৃশংস ঘটনা। যোনিতে বল্লম ঢুকিয়ে দিয়েছে। মেরেছে, কেটেছে। স্তনে তীর। মিলিটারি নামিয়ে কী করল। কচু করল।'

'কারা করল!' ভিড়ের মধ্যে কাটা কাটা কথা। তার থুতনির নিচে সুনিতম্বিনী নারীর মুখ।

'আপনার দলের লোক। কারা আবার।'

'আপনার দল বলছেন কেন?'

'কী বলব তবে!'

'আপনি ধোয়া তুলসিপাতা। বাঙালির বিরুদ্ধে কে লেলিয়ে দিল।'

'আর আসামে, আসামে মহারানী কী করছেন।'

'রাখেন আসামের কথা। জনতাই তো সব ছত্রখান করে দিল। যত সব দামাল এসে জুটেছিল।'

'দ্যাখেন দাদা একটা কথা বলি, দালালরা আছে বলেই পার্টি টিকে আছে। কার দালাল নেই! ভোট ভোট করে মানুষের কীভাবে চরিত্র হনন শুরু হয়েছে বুঝতে পারছেন না। ভোট হলগে কাল। আমায় ভোট দাও। তোমায় সগগে নিয়ে যাব। তারপর কলাপাতায় খিচুড়ি—তাও জোটে না।'

'মা তারা!'

'আর তখনই বাসটা স্টার্ট দিল। বাসের জানালা দরজায় সর্বত্র এঁটেলি পোকা থিক থিক করছে। তার মাথা কেমন গুলিয়ে উঠল।

সেই নারী স্টার্ট খেয়ে কিছুটা আরও সেঁটে গেছে তার বুকের কাছে। সে মাঝামাঝি জায়গায়। হাত বাড়িয়ে যে জননী এবং তার শিশুগুলিকে সামলাবে তারও উপায় নেই। হাত নামাতেই পারবে না। একেবারে ইস্পাতের দেয়ালের মতো চারপাশ তার শক্ত হয়ে গেছে। নামাতে গেলেই যুবতীর স্তনে ঠেকে যাবে। সে বুঝতে পারছে, হাঁটুর কাছে জননীর শিশুরা খাবি খাচ্ছে। সে আতঙ্কে সিঁটিয়ে গেল। বার বার কার কাছে যে কামনা করছে, যাই ঘটুক, অগ্রপশ্চাতে ঘটুক। সামনে যেন না ঘটে। অন্যত্র মহিলা আসনে নারীরা বসে আছেন।

পান জর্দা খাচ্ছেন। হাসি গল্প চলছে। যুবতী নারী কারও কানে ফিস ফিস করে কী বলছে। যুবতী নারীরা কেউ কেউ ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়েও আছে। কে যেন তার মেয়ের শ্বশুরবাড়ির গল্প জুড়ে দিয়েছে। শ্বশুর ব্যাটা হারামজাদা, বলছে, তারপর মুখে কৌটো খুলে জর্দা ফেলে দিচ্ছে। মেয়েকে কী পরামর্শ দিয়ে এসেছে, তাও বলছিল। বাড়ি ছাড়বি না। দখলে রাখ। কেউ এলে ঢুকতে দিবি না। অতিষ্ঠ করে তোল। প্রতিবেশীদের সঙ্গে ভাব রাখ। আত্মীয়স্বজন এলে শ্বশুরকে গলবস্ত্রে প্রণাম করবি। আত্মীয়স্বজন চলে গেলে লাথি মারবি। বের হয়ে যেতে বলবি। টোপ যখন গিলেছে কী করে খেলিয়ে তুলতে হয় জানি।

সে শুনছিল।

তার কপালে ঘাম দেখা দিচ্ছে।

'আবার পা!'

'কোথায় রাখব বলুন! যেখানেই রাখি, উঠিয়ে নিতে বলে।'

'জোর করে রাখুন।'

'আপনার পায়ে!'

'কেন আর পা নেই!'

আসলে সেই যে আবদার বলে লোকটা ক্ষেপে উঠেছিল, তারপরই দেখেছে—তার চারপাশের মানুষ, যাদের দু'টো পা-ই সহজভাবে দণ্ডায়মান তারা সবাই আরও এনক্রোচ করছে তাকে। যুবতীর কোমরের কাছে তার পেট ঠেসে গেছে।

বাইরে বৃষ্টি, ঝড়ো হাওয়া, কড়াৎ করে কোথাও বাজ পড়ল।

এক পা ভরসা করে আর কতক্ষণ দাঁড়ান যায়। সে আর না পেরে গোপনে হাঁটু দিয়ে পাশের লোকটির তলপেটে একটা মাঝারি মাপের কোঁতকা মারল। সঙ্গে সঙ্গে লোকটা হাউ মাউ করে উঠল। কে মেরেছে। কে মারল। খোঁজ খোঁজ। কিন্তু কাউকেই সন্দেহ করা যাচ্ছে না। সামনে এত লোক যে কেউ মারতে পারে। সবার মুখ নির্বিকার— উদাসী রাজকুমার সব। জায়গা হয়ে যাওয়ায় পা রাখতে পেরে যেন কিছু জানে না বোঝে না মতো সে পাশের লোকটিকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনার লাগল?' পাশ থেকে কেউ বলল, ভিড়ের বাসে এক আধটু লেগেই থাকে।

মা তারা!

যারা ত্রিপুরদেবী নিয়ে মশগুল ছিল তাদের দিক থেকেই লাফিয়ে দৌড়ে এল কথাটা। 'এতো মা তারা, কে বলছে রে! বাবা তারকেশ্বরে চলে যাও না বাবা। মা-বাবা দুই মিলে যাবে।'

এক একজন বলল, 'আসলে বোঝলেন না বাঙালি দেখলেই এখন লোক ক্ষেপে যায়। আসামীদের দোষ দিচ্ছেন কেন। যেখানে ইংরাজ, সেখানে বাঙালি। ডাক্তার, উকিল, কেরানি সবইতো বাঙালিবাবু। ইংরেজ চলে যাবার পর ভেবেছিল, তারাও চলে যাবে। গেল না। অনুপ্রবেশ শুরু। কাঁহাতক সহ্য হয়। পেটা, শালাদের পেটা। ভাগা। দোষ দিয়ে লাভ নেই। নিজেদের দেখে বুঝতে পারছেন না। বাসে উঠে টের পাচ্ছেন না।

আর তখনই আর এক রাজনৈতিক অস্থিরতা। নারীকণ্ঠ। ভিড়ের মধ্যে চেঁচাচ্ছে।

ইতরামি। জুতিয়ে দু'গাল ফরসা করে দেব।

সে বলল, কী হল দিদি!

তোমার মাথা। মারব। মেরে সব কটা দাঁত তুলে ফেলব। বাড়িতে মা-বোন নেই। ওদের টিপতে পার না। কী করেছে। আর তখনই সে দেখল, বাস ভাঙ্গরে এসে থেমেছে। আর থাকে। যুবতী তার দিকে তাকিয়েই চেঁচাচ্ছে। লাফিয়ে নেমে গেল সে। উর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে। তার পেছনে ছুটছে এক নারী। হাতে একখানা চটি। আঁচল খসে পড়ছে। উন্মত্তের মতো ছুটছে।

বাসটা ছেড়ে দিল।

বলাৎকার।

কাকে?

দিদিমণিকে। ঐ দেখুন ছুটছে।

আর তখনই সেই জননী দুই শিশু বগলে নিয়ে হড় হড় করে বমি করছে। যারা বসেছিল, উঠতে পারছে না। বমি কোলে নিয়ে বসে থাকল। দুর্গন্ধ, ভিড় এঁটেলিপোকা, ত্রিপুরেশ্বরী, মাইলাই, হারামজাদা শ্বশুর নিয়ে সরকারি বাস চোখের উপর অদৃশ্য হয়ে গেল।

গল্পের বাসটাকে এবারে ছেড়ে দেওয়া যাক। কিংবা বলা যেতে পারে গল্পের শুরু কোনও শ্লীলতাহানির দৃশ্য থেকে তৈরি।

যে দিকে চোখ যাবে, শুধু এই এক দৃশ্য। মানুষের এই কষ্টকর জীবন এবং কল্পিত স্বপ্ন মিলে বেঁচে থাকা।

সবারই গৃহগত প্রাণ।

সবাই যে যার গৃহে প্রত্যাবর্তন করতে চায়। বেঁচে থাকার জন্য স্বার্থপরতাই সম্বল। এবং এক ধরনের উটকো শালীনতাবোধে মানুষ আচ্ছন্ন।

এই যে বাসের ভিড় থেকে যুবক আত্মরক্ষার্থে নেমে গেল এবং যুবতী হাতে চটি নিয়ে ছুটছে—খেয়ালই নেই, রাত গভীর—কারণ বাসটা লাস্ট বাস, এবং এরপর আর কোনও সরকারি বাসও যে পাওয়া যাবে না, উন্মত্ত অবস্থায় দু'জনের একজনও সে কথা ভাবেনি। মাথা ঠিক রাখতে পারেনি। মনে রাখতে পারেনি এর পরিণাম কতদূর গড়াতে পারে।

ঝিরঝির বৃষ্টি।

দমকা হাওয়া সঙ্গে ঝড়।

রাস্তাটা চওড়া। দু'পাশে ঘন গাছপালা। গভীর জঙ্গল। দু-পাশের জঙ্গল পার হয়ে খাল কিংবা কোনও জলা জায়গা—রাস্তার আলোতে সব স্পষ্ট নয়।

ছুটতে গিয়ে পড়ে গেল সে।

যুবকের নাম দেওয়া যাক।

কী নাম রাখা যেতে পারে। কারণ বাসযাত্রীরা যাদের ফেলে রেখে গেল, তারা যে নাম গোত্রহীন জীবমাত্র, বাসটা চলে গিয়ে টের পাইয়ে দিয়েছে।

তারাও বোধহয় নেমে গিয়ে টের পেল—আরে বাসটা চলে গেছে। তারা এতক্ষণ বাসযাত্রী ছিল, গন্তব্যস্থলে ঠিক পৌঁছে দিত। মাথা গরম হয়ে গেলে যা হয়, এখন দু'জনের মধ্যেই কিছুটা দুর্ভাবনা যদিও আচরণে টের পাওয়া যাচ্ছে না।

নারী তখনও রণচণ্ডী, চামুণ্ডা।

সে ছুটতে গিয়ে পিছনে পড়ে গেছে। সারাদিন ধরে ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে রাস্তা পিছল।

আত্মসম্মান রক্ষার্থে জীবন হাতে নিয়ে ছুটতে হবে কপিল একদণ্ড আগেও টের পায়নি।

কপিল জামাকাপড় সামলে উঠবার সময়ও দেখছে, হাতে চটি, রাস্তার আলোতে কিম্ভুতকিমাকারদৃশ্য—নারী না ভৈরবী বুঝতে কষ্ট হচ্ছিল তার। ছুটে আসছেন। তার মাথা ঝিম ঝিম করছে। মাথাটা তার ইটের উপর পড়েছিল।

কপিলের মাথা ঠিক ছিল না। এখন যেন আরও নেই। মাথাটা তার ভারি ঠেকছে কেন বুঝতে পারছে না। কে কী করল, আর যুবতী তাকেই দোষী সাব্যস্ত করে যা খুশি বলে যাচ্ছিল। বাসযাত্রীরা উত্তপ্ত হলে কী হয় সে জানে। বাজারি ধোলাই! অবলানারী, সুযোগ বুঝে ব্যবহার—সত্যি তো সবার ঘরেই মা বোন আছে। তার মতো যুবকের জন্য যদি মা বোনেরা শালীনতা বজায় না রাখতে পারে, তাকে রেহাই দেবে কেন। সেদিন তো বাজারে ছেলেধরা সন্দেহে, চোখের উপর একজন বুড়ো মানুষকে পিটিয়ে মেরে ফেলা হল। পাইকারি মারের ধরন সে জানে।

সে বাধা দিতে গিয়ে বেধড়ক ধোলাই খেল সেদিন।

তারপর লাশ, পুলিশ, জনতা থিক থিক করছে—কেউ আর কাছে নেই। কারা পেটাল, কারা ছেলে ধরা সন্দেহে লোকটাকে গলির মধ্যে টেনে নিয়ে গেল, পুলিশের শত জেরাতেও কেউ মুখ খুলল না।

সে দেখেছে, বুড়ো মানুষটা ছিন্নভিন্ন অবস্থায় পড়ে আছে। সে মাথার পেছনে হাত দিয়ে দেখল—না রক্তপাত হয়নি।

বুড়ো মানুষটা নিশ্চয়ই কারও বাবা, কারও স্বামী, তিনি যাই হোন ছেলেধরা সন্দেহে লাশ হয়ে গেলেন। এবার তার মনে হচ্ছে কোমরের হাড়গোড় সব চুরমার হয়ে গেছে। সে দাঁত চেপে কষ্ট সহ্য করছে। ওঠার চেষ্টা করছে। উঠতে পারছে। না কোমরে লাগেনি।

কেউ বলল, 'ডাব কিনতে এসেছিল।'

কেউ বলল, 'তরণীবাবুর নাতির সঙ্গে কথা বলছিল।'

'কী কথা বলতে পারে !'
'কত কথাই বলতে পারে। বুড়ো মানুষ, শিশুদের দেখলে ভাল লাগারই কথা। জানা গেল, জনতাপুরের দিকে থাকে। ঝুপড়িমতো একটা বাড়ি আছে। খুবই গরিব, বাড়িতে কেউ অসুস্থ। বুড়ো মানুষটার মন খারাপ হতেই পারে। সে সুন্দর হাসিখুশি শিশু দেখলে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে কথা বলবে না, পাশ কাটিয়ে যাবে হয় কী করে।'
সে হয়তো শিশুটিকে দেখে গল্প জুড়ে দিয়েছিল।
হয়তো শৈশবের গল্প শুরু করে দিয়েছিল। হয়তো বলেছিল, সেও একদিন ছিল ছোট্ট শিশু। দুলে দুলে পড়ত। কয় আকারে কা, ক ইকারে কি, কয় ঈকার কী, ক উকারে কু !
কু করে কোনও গাড়ির দূরাগত আওয়াজও পেতে পারে বুড়ো মানুষটা। সে যেমন মাথার মধ্যে 'কু' শব্দ শুনতে পাচ্ছে।
কু করে কোনও দূরাগত ট্রেনের বাঁশি মানুষের মধ্যে কে যে কখন বাজায়—অথচ এই মানুষই আবার দুর্বিনীত হয়ে যায়। দাম্ভিক হয়ে যায়। খুনিও হয়।
এবং কপিল বোঝে যেভাবে বাসে যুবতী তার দাঁত খসিয়ে নিচ্ছিল, দেরি করলে বাকি সবাই যে হাত লাগাবে না বলা যায় না। সুযোগের ব্যবহার, মোক্ষম সুযোগ।
'লাগা, ধর শালাকে।'
বাসে কে ধর শালাকে বলতেই কপিল ভেবেছিল, হয়ে গেল। সেই বুড়ো মানুষ, এবং লাশের গন্ধ। সে কেমন ইঁদুরের মতো দ্রুত বাস থেকে নেমে পালাতে চেয়েছিল।
একবার যদি হাত উঠে যায়, আর একবার যদি মাথা পেতে উ লাগছে, সত্যি বলছি, আমি কিছু জানি না, বিশ্বাস করুন আমি হাত দিইনি, কেউ তার কথা বিশ্বাস করবে না।
হাত দাওনি শালা। মার মার। অসভ্য, ইতর, বেজন্মার বাচ্চা।
সে বুঝল, তার উপায় ছিল না। কিন্তু একজন নারী এত রাতে বাস থেকে নেমে হাতে চটি নিয়ে তাড়া করবে সে এটা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারেনি। আসছে।
এখন অবশ্য পাইকারি ধোলাই খাবার তার আর ভয় নেই। রাস্তাটা ভি আই পি বলেই রক্ষা। দমদম পার্কের মুখে ঠিক নামেনি, তার কিছুটা আগে খেয়াঘাটের কাছে বাসটা থেমেছে। দু'পাশেই নির্জন। দু'পাঁচটা গাড়ি মাঝে মাঝে হুসহাস বের হয়ে যাচ্ছে। এদিকটায় বেশ বড় বড় কিছু গাছ, পাশের জলাকে অদৃশ্য করে রেখেছে।
সে আত্মরক্ষার্থে বাসের ঘন্টি বাজিয়ে দিয়েছিল।
আত্মরক্ষার্থে সে নেমে ছুটেছিল—কে জানে বাসে যাত্রীরা—দুর্গন্ধ, ভিড়, এঁটেলিপোকা, ত্রিপুরেশ্বরী, মাইলাই ছেড়ে যদি তাকে নিয়ে পড়ে—বলা যায় না, কারণ মানুষের মধ্যে কর্তব্যবোধ জেগে গেলে হিতে বিপরীত হতে কতক্ষণ। সেই বুড়ো মানুষটার লাশ তাকে বাসে তাড়া করছিল বলেই উপায়ান্তর না দেখে, ঘন্টি বাজিয়ে দিয়েছিল—ভিড়ের মধ্যে কে কখন কার পাছায় কিংবা বুকে হাত দিয়েছে, আর তার দায় এসে পড়েছে তার উপর। সবার ঘরেই ছেলেপুলে আছে—মা-বোন আছে, সেই থেকে কর্তব্যবোধ—সুতরাং তার ঘন্টি না বাজিয়ে উপায়ও ছিল না। সে একই কথা দু-বার ভাবছে কেন ! মাথায় থাবড়া মেরে বোঝার চেষ্টা করল। ঘাড় এদিক-ওদিক ঘুরিয়ে বোঝায় চেষ্টা করল।
তাই বলে যুবতীও তাকে নাগাল পাবার জন্য ভিড় ঠেলে হাতে চটি নিয়ে নেমে পড়বে, এটা সে ভাবতে পারে না।
মাথা ঠিক ছিল না, তার মাথাও কতটা ঠিক আছে বুঝতে পারছে না। ভিড়ের মধ্যে টেপাটেপিতে অস্থির হয়ে উঠতেই পারে।
সতীত্ব বলে কথা।
তাই বলে কী এমন একটা নির্জন জায়গায় কেউ নেমে পড়ে। সে আর ভাবতে পারছে না।
এসে পড়ছে।
আসলে তার মনেই ছিল না বোধহয় বাস স্ট্রাইক।
মনেই ছিল না, এত রাতে মিনিবাসও চলে না। মেয়েটি তার ক্ষুরধার অচৈতন্য নির্বোধ আবেগের বশীভূত হয়ে নেমে পড়েছে।
নারী ততক্ষণে তার সামনে দাঁড়িয়ে গেছে। মাথায় চটি তুলেছে। সে বলছে, 'আরে আমি কী করলাম। আমাকে নিয়ে পড়লেন কেন ! সত্যি আমি কিছু জানি না।'
সে উঠেছে ঠিক, তবে পায়ে চটি লেগেছে। সে হাঁটতে পারছিল না।
সে খোঁড়াচ্ছে। মাথাটা আগের মতোই ভার ভার।
আর রাস্তার আলোতে পা-জামা তুলে দেখছে, রক্ত বের হল কি না।
নারীর মধ্যে হুঁশ ফিরে এসেছে কিনা জানে না। হুঁশ ফিরুক না ফিরুক তার কিছু আসে যায় না। চটি হাতে তার সামনে দাঁড়িয়ে—কি করে দেখাই যাক না।
এখন তাকে চটি মেরে মুখ ফরসা করে দিলেও কিছু আসে যায় না। কারণ, কেউ দেখতে পাবে না। হুশহাশ গাড়ি বের হয়ে যাচ্ছে, রাস্তার আলো মুখে এসে পড়লে গাড়ির গতি আরও বেড়ে যাচ্ছে। উটকো ঝামেলায় কে জড়াতে চায়।
সবারই তো তাড়া।
সে দেখল, নারী শেষে কাছে এসে কেমন জলে পড়ে গেছে মতো তার দিকে চেয়ে আছে। যাক বোধোদয় ঘটেছে।
কপিল বুঝল, নারীর তবে হুঁশ ফিরেছে।
কপিল ল্যাংচাচ্ছে।
কপিল সামনে শেডের তলায় গিয়ে দাঁড়াবে ভাবল। পাজামা - পাঞ্জাবিতে কাদা লেগেছে। পাটভাঙা পাজামা পাঞ্জাবিটা গেল। সে দেখল নারী তাকে অনুসরণ করছে, অথচ কথা বলছে না।
কপিল বলল, 'হাতে চটি রেখে আর লাভ নেই। পায়ে গলান। আপনি কী পাগল ?'
'আমি পাগল, না আপনি পাগল ! লজ্জা করে না কথা বলতে। আমাকে পাগল বলছেন।'
'রাগ করছেন কেন। আপনি আমার পিছু নিলেন, আর এখন এদিক ওদিক দেখছেন। মাথা ঠিক থাকলে কেউ এত রাতে বাস থেকে নেমে তাড়া করে। বাস নেই। ওটাই লাস্ট বাস। ইশ কী জ্বালা করছে।' বলে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে কপিল। মাথাটা তার এত ভার ঠেকছে কেন বুঝছে না।
'জ্বালা করছে। ইতর কোথাকার। আমি এখন যাব কী করে।'
'সে তো আমারও চিন্তা। যাব কী করে।'
কপিল শেডের নিচে গিয়ে দাঁড়াল। যদি লিফট পাওয়া যায়। গাড়ি দেখলেই হাত তুলে দিচ্ছে। কেউ দাঁড়াচ্ছে না। টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছে।
কপিল দেখল, নারী তার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে।
সে বলল, 'আরে করছেন কী, ছুঁলে জাত যাবে। সরে দাঁড়ান। কে কি করল, আর বাসে আমাকে নিয়ে পড়লেন। সরে দাঁড়ান।'
নারী এবার যেন কেঁদে ফেলবে। সে যে সত্যি পাগলের মতো কাজটা করে ফেলেছে এতক্ষণে যেন টের পাচ্ছে।
এমন নির্বান্ধব জায়গায় ভয় হবারই কথা। কপিল বলল, 'আপনার শাড়ি-সায়া ঠিক নেই।'
নারীর আঁচল কিছুটা আলগা। চুলের খোঁপা খুলে গেছে। কপিলের কথায় সম্বিত ফিরে এল। সে হাতের ব্যাগটা দু হাঁটুর মাঝে চেপে, খোঁপা বাঁধল। আঁচল দিয়ে ভাল করে বুক ঢেকে দিল। তারপর একটা গাড়ি আসতে দেখে এগিয়ে গেল। হাত তুলে দিল। গাড়িটা হুশ করে বের হয়ে গেল।
কপিল বলল, তাড়া। লেজে তুবড়ি বাজি জ্বলছে বোঝেন না। আপনি কোথায় যাবেন। তুবড়িটা বাসে না ফাটালে চলত না।
'জ্যাংরা।'
'বেশি তো দূর না। হেঁটে চলে যান না।'
'বেশি দূর না ! আপনি চেনেন।'
'বা চিনব না। আমি তো ১ নম্বর গেটে নামব বলে উঠেছিলাম। উফ। পা-টা গেছে।'
'কোথায় লাগল। মাথায় লাগেনি তো। চিৎ হয়ে পড়ে গেলেন।'
কপিল পাজামা তুলে দেখাল। গোড়ালি মচকে গেছে। বেশ ফুলেও গেছে কিছুটা। বলল, পা-টাতেই জোর লেগেছে।
নারী ঝুঁকে দেখতে গেলে, কপিল পাজামা দিয়ে

গা ঢেকে দিল। কপিলের এবার মাথা গরমের পালা। এখন বুকের ভিতর কেমন জ্বালাবোধ করছে সে।
তাকে অকারণে বাসে এই নারীই নির্যাতন চালিয়েছিল কে বলবে!
কপিল বোধহয় এতক্ষণে আত্মমর্যাদা ফিরে পাচ্ছে। তার মাথা গরম হয়ে যাচ্ছে।
ন্যাকামি।
সে বলল, সরে দাঁড়ান। লজ্জা করে না। গা ঘেঁষে দাঁড়াচ্ছেন।
না সরে দাঁড়াব না।'
তা হলে গাল ফর্সা করে দিন। আপনারা সব পারেন।'
কে তবে গায়ে হাত দিল বলুন।'
গায়ে হাত দিয়েছে, বেশ করেছে। কার দোষ বলুন। কে দিব্যি দিয়েছিল বাড়ি থেকে বের হতে। বাস ধর্মঘট, রাস্তাঘাটে বিড়ম্বনা, কেন বের হলেন।'
কাজ না থাকলে কেউ বের হয়।'
বের হয়েছেন যখন, জানতেন না বাসে ভিড় হবে।'
আপনাকে কৈফিয়ত দিতে হবে।'
হ্যাঁ দিতে হবে। কেন আমাকে হেনস্থা করলেন বলুন।'
আপনি তো সামনে দাঁড়িয়েছিলেন।'
পাশে কে দাঁড়িয়েছিল?'
কেউ হবে।'
পিছনে কে দাঁড়িয়েছিল?'
কেউ হবে।'
মাঝখানে দাঁড়িয়ে সামনে ঠেলছে, পেছনে ঠেলছে। আপনি রড-এর নাগাল পাচ্ছেন না। যেদিকে যাচ্ছেন গুঁতো খাচ্ছেন। ভিড়ের বাসে তত গা বাঁচিয়ে কে চলতে পারে।'
তাই বলে....।
তার কী দোষ বলুন। তার তো ইচ্ছে হবেই। সে যেই হোক।'
কপিল নিজেও জানে, এই নারীর দু চোখ ভারি সুন্দর। পুষ্ট স্তন। এবং সুনিতম্বিনী। কমলা রঙের শাড়ি পরনে। হাত কাটা ব্লাউজ। এবং উঁচু করে খোঁপা বাঁধা। সামনে, পেছনে, পাশে যেই থাকুক প্রলুব্ধ হতেই পারে। এত ভিড়ের মধ্যে শাড়ি সায়া কে কতটা সামলাতে পারে। তা সে দাঁড়িয়েছিল সামনে। নারীর মর্যাদা সে নষ্ট হতে দেয়নি।
তার থুতনির কাছে ওর দু ঠোঁট!
তায় সঁপে দেবার ভঙ্গি। দেখলে তো এমনই মনে হবার কথা। কারণ নারী চারপাশের ঠেলাঠেলিতে কিছুতেই সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছিল না। রডেরও নাগাল পাচ্ছিল না। সব পুরুষ মানুষের মাঝখানে পড়ে গেলে যা হয়।
শ্বাস ফেলতে পর্যন্ত কষ্ট।
কপিল কোনওরকমে গলা বাড়িয়ে জানালার দিকে মুখ ফেরাতে চাইছিল। অথচ কী মুশকিল নড়লেই নারীর স্তন ওর বুকের নিচে চেপ্টে যাচ্ছে। সে পেছন থেকে ঠেলা খেয়ে এমন হয়ে যাচ্ছিল যে মনে হবে দুজন নারী পুরুষ সেঁটে গেছে। গরমে কী না হয়, ঘাম হয়, এবং গলে না গেলে আবার সে কোনওদিন আলগা হতে পারবে এমনও এক অবিশ্বাসের মধ্যে পড়ে গেছিল।
অথচ সে কিছু করেনি। এত সেঁটে গিয়েও সুবোধ বালকের মতো কোনওরকমে শরীর আলগা রাখতে চেয়েছিল। সুবর্ণ সুযোগ। কারণ বাস এত দ্রুত ছুটছে আর এত বেশি গোলমাল—আলো অন্ধকারে সেও খুব ভাল ছিল না।
কে পারে!
নারী ঠেলা খেয়ে কোমর বাঁকিয়ে দিয়েছে, পা রাখার পর্যন্ত জায়গা নেই। তার কোমরও বেঁকে গেছে। এবং নগ্ন স্ত্রী-পুরুষের মৈথুনের দৃশ্যের মতো তারা বেশ আসছিল। তার ভাল লাগছিল এবং শরীরও গরম হয়ে গেছিল।
এমন কী সে আর একটু হলেই বেসামাল অবস্থায় পড়ে যেত—অথচ সে জানে গায়ে হাত দেয়নি। ইতর যে অর্থে বলা হয়ে থাকে, তেমন কোনও কাজ করেনি। পেছনে একজন টাক মাথা মানুষ দাঁড়িয়ে ছিল।
পেছন থেকে কিছু হলে নারী তো সতীত্ব রক্ষার্থে খপ করে ধরে ফেলতে পারত। অথচ তাও করল না। তাকেই কি না বলল, জুতিয়ে গাল ফর্সা করে দেবে!
যদি সেই করত, খুব কী দোষের হত। আসলে সে ঠিকঠাক থাকতে গিয়েই ঠকে গেছে। কে অন্ধকারে হাত গলিয়েছে—তার টের পাবার কথা নয়। কারণ সে তো বার বার নিজেকে আলগা রাখার চেষ্টা করে আসছিল।
এখন মনে হচ্ছে তার, সবাই তো ভাবল, কাজটা তারই। একবার ইচ্ছে হল বলতে, কোথায় আপনার হাত দিয়েছিলাম বলুন। এতগুলো লোকের সামনে বেইজ্জত করলেন। গাল ফর্সা করে দেবেন বললেন। বলুন কোথায় কখন আমি হাত দিয়েছি। তার মাথাটা ঝিমঝিম করছে।
নিম্নাঙ্গে? নিজেকেই প্রশ্ন করল সে।
সে কী তখন খুবই উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল। তার মাথা ঠিক ছিল না। কোনও ঘোরে পড়ে গিয়ে কাজটা করে ফেলেছে। জুতিয়ে গাল ফর্সা করে দেবে বলতেই কী তার ঘোর কেটে গেছে। সে মনেই করতে পারছে না।
না পেরে কপিল বলল, 'দেখুন কোনও গাড়ি থামাতে পারেন কি না। ফিরবেন কী করে।'
'আপনি আমার সঙ্গে আসুন।'
'সঙ্গে কেন? যান না। আমাকে দেখলে নাও নিতে পারে। অবলা ভেবে তুলে নিতে পারে। যেখানে নামতে চান নেমে যাবেন।'
নারী দাঁড়িয়েই আছে। ব্যাগের চেন খুলে কি দেখছে।
সে ভাবল, কিছুটা হেঁটে গিয়ে কোথাও বসা

দরকার। ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে পাজামা-পাঞ্জাবি ভিজে গেছে। উঁচু মতো জায়গা পেলে ভাল হয়।
সে হাঁটা দেবার সময় শুনতে পেল, 'কোথায় যাচ্ছেন?'
'সামনে। ওদিকে শেডে বসার রেলিঙ আছে।'
'গাড়ি থামাতে বললেন?'
'থামলে তুলে নেবেন। দাঁড়াতে পারছি না।'
'দেখি পা-টা!'
'না।' তার ইচ্ছে হচ্ছিল কষে বিরাশি সিক্কার চড় লাগায়।
এখন পা দেখার উৎসাহ। বাসে তো সাপের মতো চোখ জ্বলছিল। ফোঁস। যেন সব বিষ ঢেলে তাকে খুনই করতে চেয়েছিল। পালিয়ে সে প্রাণে বেঁচেছে। নেমে গিয়ে বুঝেছে খুবই
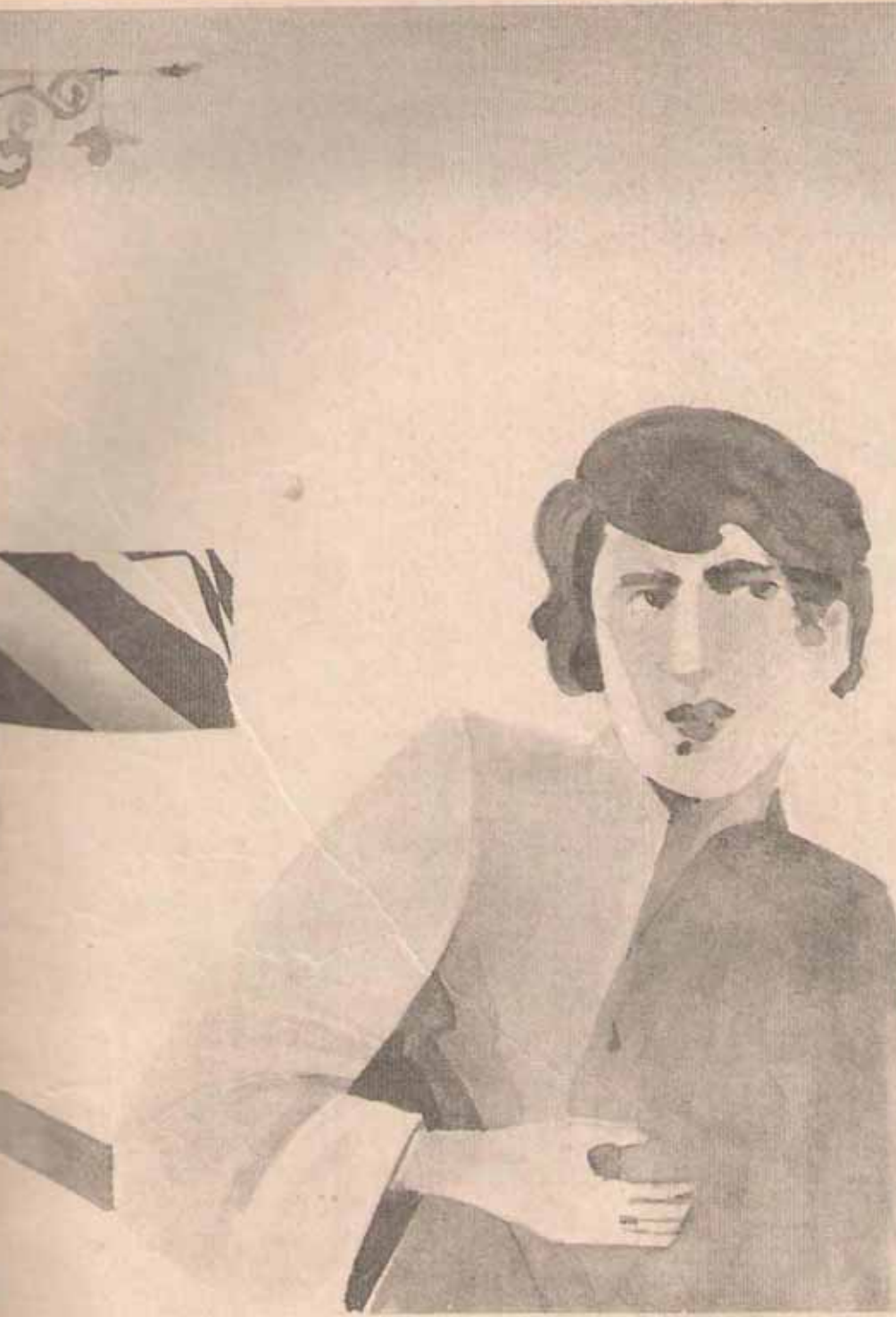
আহাম্মকের কাজ হয়ে গেছে । এতটা রাস্তা, এত রাতে । কিন্তু না পালালে যে লাশ । এতটা রাস্তা, এত রাতে ভাবতেই মেজাজ অপ্রসন্ন হয়ে গেল কপিলের । কী ঝড়ো হাওয়া দিচ্ছে । শীত করছে । শরীর টাল মেরে যাচ্ছে । হাত ব্যাগটা খুলে লাইটার বের করে একটা সিগারেট ধরাল । গাছের ডালপালা ঝড়ের ঝাপটা সহ্য করতে পারছে না । ভাগ্যিস রাস্তার আলো জ্বালা । একটা লোক দূরে ছাতা মাথায় আসছে । কাছাকাছি কোথাও থাকে সম্ভবত । লোকটাকে দেখে তার কিছুটা সাহস বেড়েছে । হয়তো সোজা উল্টোডাঙা থেকেই হেঁটে আসছে ।

সে যেই হোক, যদি বাগুইহাটি পার হয়ে যায়, জ্যাংরার দিকেও যেতে পারে—খুবই ভাল হয় তবে । অন্তত যুবতীকে তার লগ ধরিয়ে দিতে পারবে । কারণ কপিল বুঝেছে, তার কাছে এমন দামি কিছু নেই যা ছিনতাই হতে পারে । কিন্তু যুবতীর গলায় পাতলা চেন হার আছে, হাতে বালা আছে—তবে গিল্টির কি না জানে না । আর যদি গিল্টির না হয় তবে আর এক হুজ্জতি । সে তো পুরুষ মানুষ । অবলা নারীর বিপদে সরে পড়তে পারে না । তা ছাড়া পায়ে চোট । এমন বিপাকে তার নিজের পক্ষেই আত্মরক্ষা করা কঠিন হবে । ছাতা মাথায় লোকটা যদি অসময়ে মেয়েটিকে বাড়ি পৌঁছে দেয় ।

সে এ সব ভাববার সময়ই দেখল, মেয়েটি হাত তুলে গাড়ি ঠিক থামিয়েছে । একটু দূরে । কপিল দৌড়ে যেতে পারছে না । দরজা খুলে দিচ্ছে । নারী তাকে ইশারায় ডাকছে । সে গেলে উঠবে । সিগারেট টেনেও মাথার অস্বস্তি কাটল না কেন । সে বুঝতে পারছে না । যাক বাঁচা গেল । দরজা যখন খুলেছে, তুলে নেবেই । সে দ্রুত হাঁটতে গিয়ে বুঝল না পারবে না । তাকে খোঁড়াতে হবেই । আর তখনই দেখল দরজা বন্ধ হয়ে গেছে গাড়ির । হুশ করে গাড়ি চলে গেল । নারী সেভাবেই একা দাঁড়িয়ে আছে ।

কপিল ঠিক বুঝতে পারল না, দরজা খুলেই বা দিল কেন, আবার দরজা বন্ধই বা করে দিল কেন । মেয়েটিই বা গাড়িতে উঠল না কেন ! বিষয়টা কিছু রহস্য সৃষ্টি করতেই মেয়েটি এগিয়ে এসে বলল, না হল না ।

কেন হল না ।

হল না ।

দুহাত বাড়িয়ে অদ্ভুত শ্রাগ করে কথাটা বলল । তার মেজাজ খাপ্পা । ভেবেছে কী ! মানুষের ধর্ম বলে কী কিছু নেই ! এই ছিন্নমস্তা, এই চামুণ্ডা, আর এই বনদুর্গা । যেন জঙ্গলের মধ্যে পড়ে গিয়ে একটা রাত বেশ মজা করা যাবে—গাড়িতে উঠে বসলেই মজা শেষ । ইচ্ছে করেই গেল না ।

সুযোগ হাত ছাড়া হলে কার না মেজাজ খাপ্পা হয় । মেয়েটির মাথায় কী গোলমাল আছে । নারীও ঘোরে পড়ে গিয়ে ভেবেছিল, তাকে নিয়ে ময়দা মাখামাখি চলছে । সব দিক থেকে ময়দা মাখামাখি চলতে থাকলে মাথা ঠিক রাখা কতদূর সম্ভব কপিল বুঝতে পারছে না । কিন্তু তাই বলে এমন দুর্যোগের রাতে গাড়ি ছেড়ে দেওয়ার অর্থ কী !

সে বলল, 'কী হল না ।'

'বললাম তো, হল না ।'

শুনুন । কপিল এবার সত্যি যেন জুতো মেরে মেয়েটার গাল সাফ করতে যাচ্ছে ।—'ভেবেছেন কী । দেখুন আমি পুরুষমানুষ । রাস্তায় একা ঘোরাঘুরি করলে, কিংবা কোনও সানের উপর বসে থাকলে হয় মাথা খারাপ ভাবতে পারে—নয় চোর ছ্যাঁচোর ছিনতাইবাজ ভাবতে পারে— পুলিশ থানায় ধরে নিয়ে যেতে পারে খবর পেলে । এর চেয়ে বেশি কিছু হতে পারে না । কিন্তু এভাবে রাস্তায় দুর্যোগের রাতে কুকুরের মতো ঘোরাঘুরি করলে, আপনার শ্লীলতা হানির ভয় আছে জানেন । কোথা থেকে ঠিক ধূর্ত শেয়ালেরা খবর পেয়ে যাবে—আচ্ছা আপনার নাম কি বলুন তো ?'

'আপনার নাম বলেছেন ।'

'আমার নামতো কপিল ।'

'কপিলদেব ।'

'না না কপিলদেব হতে যাব কেন । আমাকে কী দেখলে তাই মনে হয় ।

কপিলদেবের বুঝি আপনি ফ্যান !'
'কার ফ্যান মশাই জানি না । আমার নাম, আচ্ছা এ সময় কি নাম জানার খুব দরকার আছে ?'
'দরকার থাকবে না !'
'কেন বলুন তো, কী দরকার থাকতে পারে ।'
যদি ছিনতাই হয় । আপনাকে কিডন্যাপ করে নিয়ে যায় । নিতেই পারে । হাতে ওগুলি গিল্টির, না সত্যিকারের অলঙ্কার । পুলিশের ঝামেলায় পড়লে জানতে চাইবে না, জ্যাংরায় যাকে জানেন, কী নাম জানেন না !'
'গিল্টির না সোনার জেনে কী হবে ? ধরে নিন গিল্টির । ধরে নিন সোনার ।'
কপিল বুঝল, এ-ধরনের প্রশ্ন করাটা ঠিক হয়নি । সেও তো মেয়েটির সর্বনাশ করতে পারে । লোভ মানুষকে মুহূর্তে পিশাচ করে তুলতে পারে । অমানুষ করে দিতে পারে । এই কিছুক্ষণ আগে যাকে চটি নিয়ে তাড়া করেছে তাকে এত তাড়াতাড়ি বিশ্বাসই বা করে কী করে । গিল্টির না সোনার —ধুস যত্তো সব, কোথাকার কে, তার ভারি বয়ে গেছে । মাথার ভিতর বেশ অস্বস্তি । সে মাথা ঝাঁকাল ।
তারপরই মনে হল এমন একটা বিশাল রাস্তায় দু-জন নারী পুরুষকে দেখলে কারো অবাক হবারই কথা । কিন্তু আশ্চর্য একটা গাড়িও থামল না । তবে কলকাতা নামক শহরের সব কিছুই আতঙ্কের । ভূতটুত ভাবছে না তো । ভাবলেই ঠেকায় কে ! এমন দুর্যোগের রাতে ছিমছাম দুই যুবক-যুবতী চারপাশের এত বনজঙ্গলের রাস্তায় হাঁটাহাঁটি করলে আতঙ্ক হবারই কথা ।
ছাতা মাথায় লোকটা ক্রমশ এগিয়ে আসছে । মেয়েটা একেবারে গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে । কী যে উটকো ঝামেলায় পড়া গেল ।
গাড়ির দরজা খুলে গেল, বন্ধ হয়ে গেল, কেন খুলে গেল, বন্ধ হয়ে গেল কিছুই বুঝতে না পারলে, রাগ হয় না ! কোনও আগ্রহ আছে । আরে বলবি তো দরজা খুলে কী বলল ।
'শীত করছে না আপনার । কী কথা বলছেন না কেন । আমার নাম ঝর্না । ইশ কী হাওয়া । শাড়ি সায়া ঠিক রাখা যাচ্ছে না ।'
'গাড়ির ভিতর লোক ছিল তো !'
'কোন গাড়ির কথা বলছেন ।'
'কোন গাড়ির কথা বলতে পারি আন্দাজ করতে পারছেন না ।' কপিল ক্ষেপে গেল ।
'না পারছি না । বলে ঝর্না তার কপালের চুল সরিয়ে তাকিয়ে থাকল । মুখে দুর্ভাবনার ছাপ । অথচ তেজ এতটুকুও কমছে না । আসলে সে সঙ্গে না থাকলে বুঝত ঠ্যালা । সে এক নম্বর গেটে যাবে । পা না মচকালে সে হেঁটে যেতে পারত । মাথার ভিতর কেমন একটা অস্বস্তিও হচ্ছে । শিরদাঁড়া বেয়ে কষ্টটা গোড়ালিতে নেমে যাচ্ছে । তবে রাস্তাঘাট সর্বত্রই বিপজ্জনক । দিনের বেলাতেই কত কাণ্ড ঘটছে , আর এটাতো দুর্যোগের রাত । সব চেয়ে বিভীষিকা তে ঘরিয়া নারাণপুরের দিকটায় । দু-পাশ খাঁ খাঁ করছে ।মাঠে বসতি নেই । তা ছাড়া এ জায়গাটাও তদ্রূপ । দু-পাশেই জলা । জলে আলো পড়ে চিক চিক করছে । মাঠ পার হয়ে বিশাল সব ঘরবাড়ি । কারও বাড়িতে এত রাতে গিয়ে কী পরিচয়ে উঠবে । উঠতে চাইলেই যে দরজা খুলবে তার ঠিক কি ! আতঙ্কে সারা শহর ডুবে থাকে । খুন জখম রাহাজানির খবর কাগজের পাতা ভর্তি । দরজা খুললেই সাপ ফোঁস করে উঠতে পারে, সাপেরা শহরের সর্বত্র নিশাচর বাদুড়ের মতো উড়াউড়ি করে ।
মানুষের দোষ দিয়ে কী লাভ !
দূরে বড় বড় বাড়ির জানালায় ফ্লুরোসেন্টের আলো, একটু আবেগ থাকলে, দৃশ্য উপভোগ করার মতো মানসিক ক্রিয়া শুরু হয়ে যেতে পারত—কিন্তু গাড়িটাতে ঝর্না কেন উঠল না, দরজা খুলে দিল, দরজা বন্ধও হয়ে গেল । অথচ সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরব ।
'ঝর্না !'
'বলুন ।'
'আমি বসলাম । আর হাঁটতে পারছি না ।'
এখানটায় কিছু কাঞ্চনফুলের গাছ লাগানো হয়েছে । টুপটাপ বৃষ্টির ফোঁটা । ইতস্তত কাঞ্চনফুলের সাদা পাপড়ি বাতাসে উড়ছে । পা ঝুলিয়ে বসতে পারছে না । টনটন করছে পা । সে কোনও কথা বলছে না । কারণ কথা বলতে ভাল লাগছে না । ছাতা মাথায় লোকটা এগিয়ে আসছে ।
কখন থেকে দেখছে । লোকটা ছাতা মাথায় এদিক হেঁটে আসছে । এত সময় তো লাগার কথা না । ঝড়ো বাতাসের মুখে হাঁটছে বলে ছাতাটা সামনের দিকে নোয়ানো । আর তখনই দেখল, ছাতাটা হাওয়ায় উল্টে গেছে । হাত থেকে ফসকে ছাতা উল্টোমুখে উড়ে যাচ্ছে । লোকটা ছাতা ধরতে গিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল । সে চোখে ঝাপসা দেখছে না তো !
কপিলের কপাল কুঁচকে গেল । বৃষ্টিতো কখন থেমে গেছে । তবু লোকটা ছাতা মাথায় এগিয়ে আসছিল কেন । আসলে কি টের পায়নি, বৃষ্টি থেমে গেছে ! বাড়ি ফেরার দুশ্চিন্তায় মাথা ঠিক থাকতে নাও পারে । ঝর্না বলল, 'কী করবেন ?'
কপিল ভীষণ ক্ষেপে গেল । আমি কী করব না করব আপনাকে বলতে যাব কেন । গাড়িতে গেলেন না কেন । গাড়ির দরজা খুলল কেন, বন্ধই বা হল কেন ? মজা পেয়েছেন । আমাকে নিয়ে আপনার দুশ্চিন্তা না করলেও হবে ।
ঝর্না বলল, 'আপনি অযথা রাগ করছেন । দরজা খুলে দিলেই উঠতে হবে ।'
'উঠতে হবে না, বাড়ি ফিরতে হবে না । সারা রাত রাস্তায় পড়ে থাকবেন ।'
'জানেন, সাহস হল না ।'
'কেন ?'
'কোথাও যদি নিয়ে চলে যায় ।'
'তা নিতে পারে । আরও একজন আছে বলেছিলেন, কি তাই না ।'
'আরে তবে বলছি কি ! আরও একজন আছে বলতেই দরজা বন্ধ করে দিল ।'
'জিজ্ঞেস করল না সে কে ?'
'না, কিছুছু না । ভূত দেখার মতো ছুটে পালাল ।'
আবার সেই ছাতা মাথায় মানুষ । এদিকই তো আসছে । ছাতাটা তবে ছুটে গিয়ে ধরতে পেরেছে । তবু কেন যে সংশয়, সে বলল, ঝর্না দূরে কিছু দেখতে পাচ্ছেন ?
রাস্তা এত নির্জন, আর এত ফাঁকা যে না দেখার মতো কারণ থাকতে পারে না । ঝর্না তার পাশ থেকে উঁকি দিয়ে দেখল, কিছু বুঝতে পারল না ।
সে বলল, ' কী দেখতে বলছেন ।'
সিগারেট শেষ । কপিল টুসকি মেরে সিগারেট ফেলে দিল । এখন ট্রাই অ্যান্ড ট্রাই এগেইন । সে দেখছে আবার হেডলাইট । হেড-লাইটের মুখে মন হল কালো কোনও গণ্ডারের ছবি । ছাতা মাথায় লোকটাই যে মুহূর্তে কালো গণ্ডার হয়ে যেতে পারে হেডলাইটের মুখে না পড়লে বুঝতে পারত না । মাঝে মাঝে চোখ কী ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে ।
ঝর্না বলল, 'কী দেখতে বলছেন । খারাপ লোকটোক এদিকে আছে ? কী চুপ করে থাকলেন কেন ?'
'থাকতে পারে, নাও পারে । সে রেলিঙ থেকে নেমে এবার ঠিক রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে গেল । গাড়িটাকে থামাতেই হবে । ছাতা মাথায় লোকটা কেমন তার কাছে বিপজ্জনক মনে হচ্ছিল ।
খ্যাচ করে গাড়িটা থামাতে পারত—কিন্তু আশ্চর্য, বল ড্রিবলিং করার মতো পাশ কাটিয়ে সাঁ করে বের হয়ে গেল ।
কপিলের মুখ থেকে বের হয়ে এল, 'শা...শা...লা !' আর একটু হলেই সে চাপা পড়ত । ঝর্না গাছের নিচ থেকে ছুটে এসে বলল, 'আপনি কি মরবেন !'
'মরব কেন ?'
'না মরলে এভাবে রাস্তায় কেউ দাঁড়াতে যায় । আচ্ছা আপনার কী ইচ্ছে বলুন তো !'
'আপনি আমাকে তাড়া করলেন কেন বলুন !'
'আরে সে তো ভুল হয়ে গেছে ।'
'ভুল হয়ে গেছে ।' কপিল মুখ ভ্যাংচে উঠল ।
'ভুলের মাশুল কে দেবে ? বলুন, কে দেবে ! বাড়িতে দুশ্চিন্তা করবে না । আপনার বাড়ির লোকদের কথা একবার ভেবে দেখেছেন ! আপনি ফিরছেন না, তারা ঘরবার করছে । থানায় খবর দিতে পারে—কী বলুন দিতে পারে কি না !'
'না পারে না ।'
'বাড়িতে আপনার কেউ নেই ?'
'আছে ।'

'কে আছে !'
'কেন আমাকে দেখে বুঝতে পারছেন না !'
বিবাহিত রমণী । কপিল এমন ভাবল । বাসে সে তো এতটা খেয়াল করেনি । কোঁকড়ানো চুল, এবং সিঁথির অভ্যন্তরে গোপন সিঁদুরের রেখা থাকলেও থাকতে পারে । হাতে নোয়া নেই, শাঁখা নেই । না বিবাহিত হতেই পারে না । কপিল আবার দেখল, হ্যাঁ ঠিক ছাতা মাথায় একটা লোক আবার এগিয়ে আসছে । শাঁখা সিঁদুরের ভাবনা মাথায় উঠে গেছে তার ।
কপিল বলল, 'দেখুনতো এবার বুঝতে পারছেন কি না !'
'কী বুঝতে পারব । কিসের কথা বলছেন ! এত ঝুঁকে দেখছেনটা কি ?'
'আরে সেই ছাতা মাথায় লোকটা আসছে ।'
'আসুক । আসতে দিন ।'
'এত দেরি হয় । কখন থেকে এগিয়ে আসছে ।' আপনি দেখতে পাচ্ছেন না । অথচ মনে হয় একই জায়গায় হাঁটছে ।'
ঝর্না বাড়ির কথা ভাবছিল । সে না ফিরলেও কোনও দুশ্চিন্তার কারণ নেই । কারণ বাড়ির লোক ভাবতেই পারবে না, হুট করে বাস ধর্মঘটের দিনে সে কর্মস্থল থেকে চলে আসবে । আসলে কামড় । ভিতরে কূট কামড় দু-দিন থেকে কেবল তাড়া করছে । পাশের কোয়ার্টারে সুনীতিদির বর রাত্রিবাস করতেই সে পাগল হয়ে গেছিল কামড়ে । থাকতে না পেরে বাস ধর্মঘট জেনেও বের হয়ে পড়েছে । বছরও পার হয়নি, বিয়ে, হেলথ সেন্টারে কাজ, স্বামী মানুষটি খুবই করিত কর্মা, তাকে কাজে ঢুকিয়ে নিজে বাড়ি বসে নবাবি করছে ।
আচমকা বাড়ি ফেরার প্রবল তাড়নায় মতি স্থির ছিল না । বাসের ভিড়ে মাথা আরও গরম হয়ে গেছিল । আচমকা নবাব বাহাদুর তাকে দেখলে খাওয়া দাওয়ার কথা ভুলে যাবে । তাকে স্নান করিয়ে খাইয়ে, লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে ঘরে ঢুকিয়ে দরজায় ছিটকিনি তুলে দেবে । সারা রাস্তায় ছিল এই এক কামড় ।
আর কতক্ষণ !
জানালায় মুখ রেখে, আর কতক্ষণ !
বাস স্ট্যান্ডে এসে, আর কতক্ষণ !
সুনীতিদির বরটা পারেও । সে টের পেয়েছে রাতে বাথরুমের দরজা খুলে একবার ।
বাথরুমে দরজা খুলে দুবার ।
শেষ রাতের দিকেও বাথরুমের দরজা খোলার শব্দ পেয়েছিল । একরাতে সুনীতিদি এত পারে । সারারাত তার ঘুম হয়নি । একবার তো হুট করে চলেও আসতে পারে—তা আসবে না । অভিমানে সে একবার পুরো দু মাস বাড়ি যায়নি । কতদিন থাকতে পারে, দেখা যাক ! আচ্ছা মানুষ, এল না । হপ্তায় হপ্তায়—রবিবার শনিবার । দুটো দিন প্রথম দিকে—এবারে হপ্তার দিনই ছিল । তবে বাস ধর্মঘট যেহেতু, হপ্তা মারতে গেলে রিস্ক আছে । সে গত হপ্তায় বলে গেছে, আসা হবে না । বাস ধর্মঘট । নবাবি আর কাকে বলে !
'বাস ধর্মঘট কে বলল ! সরকারি বাসতো চলবে । সরকার বলেছে আটশ বাস বের করবে ।'
সে না পেরে বলেছিল, 'হপ্তা মারতে গেলে হেলথ সেন্টারে যাবে । আমার একলার দায় পড়েনি । বাসে কী দুর্ভোগ তুমি জান !'
নবাব কী ভেবেছিলেন সে জানে, বলেছিল, 'তা হলে আসার দরকার নেই । একটাতো হপ্তা । শুয়ে বসে দাঁত খুঁটে কাটিয়ে দেব । হপ্তার কোটা তোলা হবে না এই যা !'
কথার কী ছিরি ।
হপ্তার কোটা আরও বিশ্রী শুনতে ।
কিংবা সে গেলে এক কথা, হপ্তার কোটা উশুল করতে এলে রানি । মাইরি তুমি পারও । বাস ধকলেও কোনও ক্লান্তি নেই ।
সেই লোকটা জানেই না, সে এখন দুর্যোগ রাতে আটকা পড়েছে । জানেই না কোটা তুলতে সে এত বড় দুর্ভোগ মাথায় করেও ছুটে এসেছে । অথচ এক-দুদিনের জন্য গেলে চণ্ডীপাঠ অশুদ্ধ হয়ে যেত ।
'না মাইরি লজ্জা করে ।'
'লজ্জার কী, সুনীতির বর আসে । রমাদির বর একমাস থেকে গেল । বৌর কাছে কে না যায় । তোমার আসলে ভড়ং । একটু বাসের ধকল পর্যন্ত সহ্য করতে পার না । আমি পারি কী করে ।'
'আরে বুঝছ না, তুমি বাড়ি আসছ । বাপের বাড়ি । তোমার বর ঘরজামাই, ঘরজামাই গেলে লোক ভাববে না, মরণ ! হাসাহাসি করবে না । কেন গেছি বুঝতে পারবে না । কেন এত উতলা হয়ে গেছি, বুঝতে পারবে না ! তুমি বল, সোনা লক্ষ্মী আমার, লজ্জা শরমের বালাই বলে কথা । ষাঁড় গরু ভাবতে পারে । ঘ্রাণে ঘ্রাণে বলির হাটে । কী ঘ্রাণ বল !'
আবার অসভ্যতা ! তোমার না মরলেও কুবুদ্ধি যাবে না ।
আরে একটু ফাঁক করে দাঁড়াও না ।
না ভাল্লাগে না ।
সোনামণি, চুঙ্কুমণি ।
বলেই দু-স্তনে এবং সর্বত্র এক নিষ্ঠুর খেলা কখনও অসুরের মতো উল্টেপাল্টে সারমেয় ভোগ এতসব ভাবতে ভাবতে সে বাসে উঠেছে । উতলা হয়ে গেলে যা হয় তারপর ভিড়ের মধ্যে পায়ে কে সামান্য হাত দিল, আর ক্ষিপ্ত হয়ে গেল । সত্যি কী কেউ গায়ে হাত দিয়েছে, না ঘোর, সুনীতিদির এক রাতে তিন তিনবার—না ভাবা যায় না । সেই থেকে সহবাসের জন্য মাদকাসক্ত—পারেনি । ঘোর কাটিল জুতো হাতে নিয়ে লোকটার পেছনে ধাওয়া করতে গিয়ে ।
সে ভাবতেই পারেনি এমন দুর্যোগে পড়ে যাবে । ঘোর কী বস্তু এখন সে টের পাচ্ছে । কপিল লোকটার নাম ।
তার মানুষের চেয়ে কিসে কম বেশি সে বুঝতে পারছে না । যদি গায়ে হাত দিয়েই থাকে, থাকতেই পারে নারী-পুরুষ এমন সংলগ্ন হয়ে থাকলে ইচ্ছেতো হবেই । কিন্তু কপিল সোজা বলেছে, মাইরি আপনার মাথা খারাপ আছে—কে আপনার গায়ে হাত দিল, আর আমার গাল ফর্সা করে দিলেন । আচ্ছা হুজ্জোতি !
তা ছাড়া কপিল তো ইচ্ছে করলে এই দুর্যোগ রাতে সব করতে পারে । সেতো এখন তাকে ফেলে পালাতে পারলে বাঁচে ।
এখনও ছাতা মাথায় লোক খুঁজছে কপিল । বাড়ি থেকে তার থানা পুলিশ হতে পারে এমন সংশয়ে ভুগছে । এত রাতে বাড়ি না ফিরলে থানা পুলিশ হতেই পারে । কপিল জানেই না, সে আজকের রাতটা ফ্রি । এবং এই দুর্যোগে তার খোঁজ করার কোনও হেতু নেই । বরং থাকতে পারে ।
ঝর্না দেখল, কপিল আবার কী খুঁজছে । একেবারে মাঝ রাস্তায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে । প্রচণ্ড হাওয়ায় এবং ঠাণ্ডায় ছোটাছুটি না করলে শরীর গরম থাকে না । কাছে ভিতে কোনও পরিত্যক্ত ঝুপড়ি থাকলেও দুর্যোগের হাত থেকে বাঁচা যেত । সে যেমন এই নিশুতি রাতে একা যেতে পারবে না, অন্তত একজন পুরুষ মানুষ সঙ্গে না থাকলে তার পক্ষে যাওয়া অসম্ভব তেমনি কপিলের পা মচকে যাওয়ায় সে এত খুঁড়িয়ে হাটছে যে দেখলে মায়া হবার কথা । হুশ করে একটা গাড়ি এসে পড়লে ছুটে রাস্তা পার হবারও তার ক্ষমতা নেই । অথচ কী আক্কেল মাঝরাস্তায় গিয়ে দূরে কী দেখার চেষ্টা করছে । কপিলের জন্য তার টান ধরে গেছে ।
'আরে মরবেন শেষে !'
কপিল খুঁড়িয়ে হাঁটার চেষ্টা করছে ।
'কী হল !'
কপিল বলল, গেল উড়ে গেল ছাতা মাথায় লোকটা উড়ে গেল । হাওয়ায় উড়িয়ে নিয়ে গেল ।
কপিল কি পাগল । যা গেল উড়ে । ছাতা মাথায় লোকটা উড়ে গেল । ছাতা মাথায় একটা লোক এগিয়ে আসবে কেন—আর এলে এতক্ষণ লাগে । ছাতামাথায় লোকটার জন্য এত শঙ্কিতই বা কেন । সে তো কিছুই দেখতে পাচ্ছে না । কেবল প্রচণ্ড ঝড়ো হাওয়ায় গাছের ডাল পালা উড়ে উথাল পাতাল হচ্ছে । দমকা হাওয়ায় গাছের ডাল ভেঙে উড়ে যাচ্ছে । যেকোনও গাছ মাথার উপর ভেঙে পড়তে পারে । এমন পরিস্থিতিতে ছাতা উড়ে যেতেই পারে সত্যি যদি কোনও লোক ছাতামাথায় এই প্রশস্ত রাজপথে এখন হাঁটার চেষ্টা করে, তবে হয় ছাতা উল্টে যাবে, নয় দুমড়ে মুচড়ে ভেঙে যাবে । ছাতা মাথায় যদি কোনও লোক সত্যি হেঁটে যাবার চেষ্টা করে তবে পাগলামি ছাড়া

আর কিছু হতে পারে না।
অথচ সে একবারও ভেবে দেখেনি ছাতা মাথায় কোনও লোক এদিকটায় এগিয়ে আসছে। কপিল দেখতে পায়, সে পায় না কেন। এখন আবার বলছে, ছাতা মাথায় লোকটা হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছে।
আচ্ছা পাগলের পাল্লায় পড়া গেল। বিকৃত মস্তিষ্ক খোঁড়া একজন যুবকের জন্য মায়া হবারই কথা।
সে দৌড়ে গিয়ে এবার হাত টেনে রাস্তার ধারে নিয়ে এল।
কী করছিলেন। হুশ করে গাড়ি এসে পড়লে চাপা পড়বেন না। সে খেয়াল আছে। ফাঁকা রাস্তা। হুশহাশ চোখের পলকে গাড়ি উধাও হয়ে যাচ্ছে। সবারইতো প্রাণে ভয় থাকে আপনার দেখছি তাও নেই। আপনি কী পাগল। পাগল না হলে মাঝ রাস্তায় কেউ দাঁড়িয়ে যায়। পাগল না হলে, কেউ দেখতে পায়, ছাতা মাথায় একটা লোক উড়ে যাচ্ছে। এই! আরে কথা বলছেন না কেন! কী দেখছেন। কিছু নেই। আরে কথা বলুন। বাজ পড়া মানুষের মতো দাঁড়িয়ে থাকলেন কেন। শে কী ঝড়! উড়িয়ে নিয়ে যাবে।
সে কিছুতেই শাড়ি ঠিক রাখতে পারছে না। খোঁপা খুলে যাচ্ছে। চুল উড়ছে। শাড়ি উপরে উঠে যাচ্ছে। সে নিজেকে সামলাবে না, কপিলকে সামলাবে বুঝতে পারছে না।
কপিল হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, ছাড়ুন তো! আমি পাগল! আপনি কি? পাগল ছাড়া কে এ-ভাবে বুকের কাছে মেয়ে নিয়ে চুপচাপ ভাল মানুষের বাচ্চা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। বলুন চুপ করে থাকলেন কেন। আপনার নিম্নাঙ্গ আমার নিম্নাঙ্গের মধ্যে ঠেসে গেছে। আপনার স্তন আমার বুকের কাছে ঠেসে আছে, আপনার ঠোঁট আমার ঠোঁটের কাছে পুষ্ট টিলের মতো ভাসছে। পাগল না হলে, এত থাকা সত্ত্বেও নিরামিষ ব্যবহার—আর আপনি টের পেলেন, গায়ে আমি হাত দিয়েছি। সে দাঁত শক্ত করে কথা বলছে। চোয়াল অসাড় লাগছে কেন!
ঝর্না আর পারছে না। আচ্ছা ফ্যাসাদে পড়া গেল। সত্যি কথা, কামড় উঠেছিল বলেই তো মাথা ঠিক রাখতে পারেনি। ঝড় বৃষ্টি, বাস মেঘঘট মাথায় করে বের হয়ে পড়েছিল—যদি সত্যি একটু হাত টাত দেয়ই তাতে কতটা গঙ্গাপাঠ অশুদ্ধ হয়ে যেতে পারে। বরং হাত দিলেই তার পক্ষে সম্মানের। সে যে নারী, অন্তত এই সম্মানটুকু একজন পুরুষ মানুষের কাছে আশা করতেই পারে। একেই ছেনালিপনা বলে কি না কে জানে। গায়ে হাত লেগে গেল তো চটাং করে সতীত্ব জাহিরের জন্য...ছি! ছি! সে সত্যি উন্মাদ! না হলে বাসের ভিড়ে কোথায় কে কী করছে, গরম হলে মাথা ঠিক রাখা যায় না, যেমন সে জানে ভিতরে গরম হয়ে আছে বলেই তার কাছে যে কোনও সুপুরুষই এখন সহবাসের পক্ষে উপাদেয় সামগ্রী—সে অকারণ কপিলকে বাসের মধ্যে যা তা বলেছে। তার অনুশোচনা হচ্ছিল। কষ্ট হচ্ছিল।
সে বলল, 'ঠিক আছে, আসুন। ক্ষমা চাইছি। দেখছেন তো, ও কী হচ্ছে, দেখছেন কী ঝড়, গাছের নিচে দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক নয়।'
আর এ সময়ই পাশের একটা গাছ হুড়মুড় করে জলার দিকে উপড়ে পড়ে গেল। গাছের একটা ডাল উড়ে গেল ঝড়ে। এবং সহসা মনেই হতে পারে ছাতা মতো ঝুপড়ি ডালপালা আকাশের নিচে ভেসে যাচ্ছে। কুহকে পড়ে গেলে মানুষ কতকিছু দেখতে পায়। কপিল তেমনই কিছু দেখছে। তারমধ্যে বাড়ি ফেরার দুর্ভাবনা আছে নিশ্চয়ই। চোখ মাঝে মাঝে ঝাপসা হয়ে যেতেই পারে।
ঝর্না তটস্থ হয়ে আছে।
একবারতো ঝড়ো হাওয়ায় তার শাড়ি মাথার কাছে তুলে দিল। দৃশ্যটা কপিল দেখে কেমন তাজ্জব হয়ে গেছে। ঝর্নার রাগ নিমেষে জল হয়ে গেল।
বলল, 'শিগগির চলুন।'
শিগগির বললেই তো দ্রুত দৌড়ানো যায় না। কারণ খোঁড়া লোক আর কতটা দৌড়াতে পারবে।
আর খোঁড়া লোক তাকে ইচ্ছে করলে যা খুশি করতেও পারবে না। এক ধাক্কায় ফেলে দেবে। কিন্তু ঝড়তো কিছু মানে না। সে দু-হাতে এত চেষ্টা করেও শাড়ি দিয়ে শরীর ঢেকে রাখতে পারছে না। পেছন ফিরে ছুটলে শাড়ি মাথায় উঠে যাচ্ছে। ঝড়ের এমন দাপট সে আগে জানত না।
না পেরে বলল, 'কেবল হাঁ করে দেখছেন। ব্যাগটা ধরুন।'
কপিল ব্যাগটা ধরে বলল, 'ছাতা মাথায় লোকটা সত্যি উড়ে গেল।'
'ন্যাকামি করলে ভাল হবেনা। আবার বলুন, একবার বলুন, ছাতা মাথায় লোক উড়ে গেল!'
'না না আর বলছি না।'
তারপর দু-পা ল্যাংচে গিয়ে বলল, ঐ যে দেখছেন না ছাতা মাথায় লোকটা আবার আসছে।
মতিভ্রম! ঝর্না তবু চেষ্টা করল দেখার এবং কোথাও কোনও ছাতা মাথায় লোক এগিয়ে আসছে না। অথচ কপিল দেখছে ছাতা মাথায় কেউ এগিয়ে আসছে। কোনও মানুষের ছাতা এ ভাবে এত রাতে রাস্তায় আলোর মধ্যে ভেসে বেড়াতে পারে ভেবেই সে আতঙ্কে কপিলকে জড়িয়ে ধরল। বলল, কোথায় ছাতা উড়ছে, কোথায় মানুষ ছাতায় ঝুলছে, আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না। আপনি দেখছেন কী করে। বলুন! কথা বলছেন না কেন? আর তখনই কড় কড় শব্দে বজ্রপাত কোথাও। আকাশে মেঘমালা চমকাচ্ছে।
কপিল বলল, 'আরে করছেন কি? ছাড়ুন।'
'আমার ভয় করছে।'
'ভয় কেন?'
'কীভাবে বাড়ি ফিরব। আপনি কথা বলছেন না, কেমন জড়ভরত!'
'বাড়ি ফিরবেন ঠিক। অন্য কোনও আতঙ্কে পড়ে না গেলেই হল। আমাকে জড়ভরত ভাবছেন! আমি কী করেছি!
'আমার কী আতঙ্ক থাকতে পারে। আমার কোনও আতঙ্ক নেই।' আপনাকে আমি একশবার জড়ভরত বলব।
'আমি যাচ্ছি।' আবদার,কপিলের অস্বস্তি মাথায় তীব্রতর হচ্ছে।
'কোথায়!'
'ছাতা মাথায় লোকটার মসকরা সহ্য হচ্ছে না।'
আবার বিদ্যুতের ছটা।
এবং সেই ঝড়ো বাতাসে সায়া শাড়ি মাথায় ফের।
কপিল সব দেখে বলল, এ-জন্য এত হেনস্থা! পুরুষ মানুষের এত দোষ! কেন যে শরীরে এ সব রেখে দিলেন। আপনাদের কোনও দোষ থাকে না। মা জননী। দরকারে গাল ফর্সা করতে পারেন, দরকারে চুমু খেতে পারেন। দরকারে জড়ভরত ভাবতে পারেন।
'আমি যাব না। এ-কথা বললেন কেন!'
'দাঁড়িয়ে থাকুন তবে। দেখে আসছি। ঐ তো কাছেই।
'কী দেখবেন।'
'ঝুঁকে আছে মনে হয় না।'
'কে ঝুঁকে আছে।'
'কে আবার, মানুষটা। ছাতা সামনে বলে দেখা যাচ্ছেনা। তাজ্জব না! বৃষ্টি নেই অথচ ছাতা মাথায় ঝড়ের দাপটে মানুষটা মনে হয় এগোতে পারছে না!'
'আপনি যাবেন না।'
'আরে মুশকিল দেখছি। গেলে কী হয়।'
কপিল এগিয়ে যেতেই রাস্তায় আলো নিভে গেল। শুধু অন্ধকার। আর বিদ্যুতের চমকানি। ঝর্না তার কাছ ছুটে আসছে।
সে বলল, 'না কিছু বোঝা গেল না গাছের ডাল শুধু। পাতার ঝুপড়ি। ঝড়ে ঝুপড়ি ডালটা উড়ছে। ছাতার মতো কেউ ডালটাকে ধরে রেখেছিল মনে হয়।'
আবার আকাশে অজস্র বিদ্যুতের রেখা খেলে যেতেই দেখল, ঝড়ে ডাল ভেঙে উড়ে যাচ্ছে।
কপিল বলল, 'বুঝলেন!'
'ঝর্না অন্ধকারে কিছুই বুঝতে পারছে না।
'বুঝলেন কিছু।'
'না।'
'প্রকৃতির রোষ।'
'তার মানে।'
'তার মানে যা কিছু ঘটে, প্রকৃতির রোষে।'
'কী ফিলজফি আওড়াচ্ছেন বুঝি না।'

'আসলে জানেন, আমাদের দুজনের কপালেই দুর্ভোগ। আমার কপালে ছিল, বাস থেকে নেমে দৌড়ানো, আপনার কপালে ছিল ছোটা। প্রকৃতিই হেতু।'
'ছাড়ুনতো সব। কোথাও একটু মাথা গোঁজার ঠাঁই—আমার শীত করছে।'
ঝর্নার দাঁত ঠকঠক করে কাঁপছিল।
'কেউ আমাদের তুলে নিল না দেখলেন তো!' কপিল বলল।
'তাতো দেখলাম।'
'আমরা নিজের ইচ্ছে মতো বাঁচি। এই যে জনদরদী সব পার্টি তারা নিজের মতো বাঁচে। প্রফেশান। আপনার স্বামীর কী প্রফেশান।'
'জানি না!'
ঝর্না না পেরে বলল, 'শীতে কী মরে যাব। ঠাণ্ডা। কোথাও কি বিন্দুমাত্র আশ্রয়স্থল পাওয়া যাবে না।'
'এখানে পরিত্যক্ত ঝুপড়ি আছে জানি। শনির মন্দির আছে একটা। রাস্তার পাশে। ভাঙ্গুরের রাস্তায় পড়ে। পাশে একজন কুমোর থাকত। পুলিশ এসে হাঁড়িপাতিল ভেঙে দেবার পর নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। সরকারি জায়গা এনক্রোচ করলে সহ্য হবে কেন! আসুন।'
'শনির ঝুপড়িতে তালা মারা। ঢোকা যাবে না।'
'আমি আর পারছি না।' ঝর্না চিৎকার করে উঠল।
'কী পারছেন না।'
'কোথাও একটা জায়গা আর কিছু না।'
'আবার বৃষ্টি।'
'কী যে করা যাবে।'
কিন্তু—এই কিন্তুই কপিলকে বিড়ম্বনার দিকে ফেলে দিল। এমন শীত নয় যে দাঁত ঠকঠক করবে। এই নারী কি চায়। তার মাথার অস্বস্তি বাড়ছে। চোয়াল শক্ত লাগছে। কথা বলতে গেলেও কষ্ট।
সে বলল, 'দৌড়ান।'
'তার মানে!'
'শরীর গরম হবে।'
'আপনি মানুষ না। আমাকে নিয়ে মজা করছেন। জানেন আমি কাল থেকে নিজের মধ্যে নেই।'
'নিজের মধ্যে নেই মানে!'
'সে আপনি বুঝবেন না। প্লিজ দাঁড়িয়ে থাকবেন না। ওদিকে একটা স্কুল বাড়ি আছে মন হয়। যদি দরজা খোলা পাওয়া যায়।'
কপিলও জানে, এখানে একটা স্কুল বাড়ি আছে। দারোয়ানকে দু-পাঁচ টাকা দিলে রাতের মতো থাকার জায়গা করে দিতে পারে।
'জিজ্ঞেস করলে কী বলবেন?'
'হাটুর তো। জিজ্ঞেস করলে কী বলতে হয় আমি জানি।'
রাস্তায় একটা কুকুর পর্যন্ত নেই। দুর্যোগ আর কাকে বলে। ব্যাগ থেকে ফোলডিং ছাতা বের করতেই কপিল বলল, আপনি কী হাওয়া হয়ে যাবার মতলবে আছেন।
'তার মানে! দেখছেন না বৃষ্টি ঝেঁপে নামল'।
'মানে বুঝছেন না। খুলুন না ছাতা।'
ঝর্না ছাতা খোলার সময় টের পেল সত্যি তাকে দুর্যোগের রাত উড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার মতলবে আছে। ছাতাটা যতবার খোলার চেষ্টা করছে ততবার উল্টে যাচ্ছে। এতক্ষণ মনেই হয়নি সঙ্গে তার একটা ছাতা আছে। এখন খুলতে গিয়ে টের পেল, দুর্যোগে সব খোলা যায়, ছাতা খোলা যায় না। মুষলধারে বৃষ্টি —তারা ভিজতে ভিজতে স্কুলবাড়িটায় ঢুকে গেল। ডাকল, 'কে আছেন।' বারান্দায় দাঁড়ানো যাচ্ছে না। জলের ঝাপটায় সবই ভিজে গেছে। একেবারে পুকুর থেকে ডুব দিয়ে ওঠার মতো। করিডোর ধরে এগিয়ে গেল। কেউ সাড়া দিচ্ছেনা। কপিল পেছনে তাকিয়ে দেখছে, বসে পড়েছে মেয়েটি। 'কী হল?' সে এগিয়ে গিয়ে টেনে তুলল—'এই কী হল। আসুন, মনে হয় জায়গা পেয়ে যাব। সামনের একটা ঘর খোলা। দরজা ঝড়ের ঝাপটায় খুলছে, বন্ধ হচ্ছে।'
দরজার সামনে গিয়ে বুঝল,
ক্লাসরুম—ওদিকের জানালা খোলা নেই বলে ঘরের ভিতর কিছু দেখা যায় না। কপিল ঘরে ঢুকে দরজার আড়ালে দাঁড়াল। লাইটার জ্বালল। সারি সারি বেঞ্চ পাতা। টেবিল চেয়ার। ঝর্না ঢুকে গেলে কপিল বলল,'যাক, বাজ ফাজ পড়ে মারা যাচ্ছি না।'
ঝর্না একটা বেঞ্চিতে বসে পড়েছে।
'কী হল আপনার।'
'কিছু হয়নি।'
'শীত করছে।
'না করছে না।'
'আরে রাগ করছেন কেন! আপনার কাছে অ্যাসপিরিন আছে?'
'না নেই।'
'মাথাটা কেন যে এত ধরল! চেয়াল কেমন শক্ত—চোখে ঝাপসা দেখছি কেন বলুন তো!'
'কী করে বলব! অ্যাসপিরিন থাকলেই খেতেন কী করে। জল কোথায়। আমার কিন্তু খুব শীত করছে।'
'সে তো দেখতে পাচ্ছি। কী করব বলুন তো। দাঁড়ান সিগারেটটা ধরাই। সিগারেটটা খেতে দিন। কথা বলতে গেলে চোয়ালে লাগছে। কতক্ষণ সিগারেট খাচ্ছি না। দেখি খেয়ে।'
আচ্ছা আপনি কী? ঝর্না ক্ষেপে গেল যেন। দরজাটা বন্ধ করে দিতে পারছেন না।
'হ্যাঁ তাইতো।'
কপিল দরজার ছিটকিনি তুলে দিল। ঝড়ের ঝাপটায় ঘর ভিজে যাচ্ছিল। কিন্তু সামান্য লাইটারের আলোতে সব অস্পষ্ট। তবু বুঝতে পারছে বেঞ্চি পাতা—চোখে ঝাপসা দেখার নানাবিধ কারণ থাকতে পারে, শিরদাঁড়াতেই কষ্ট বেশি। মাথাটা কেমন ভোঁতা মেরে যাচ্ছে। চেষ্টা করছে স্বাভাবিক থাকার। কারণ এই মেয়েটি যেভাবে তাড়া করছে, কি যে কোন অজুহাতে আবার কিছু একটাতে জড়িয়ে দেবে। কারণ সে যে প্রচণ্ড অস্বস্তির মধ্যে আছে —তাও যে কোনও ন্যাকামির পর্যায়ে পড়ে যাবে না কে জানে। 'আরে আমার সামনে কেন!' ঝর্না সত্যি সামনে এসে আবার বলছে, 'আলো নেভাবেন না, জ্বালিয়ে রাখবেন! কী আপদ। কী দেখছেন।'
'আলোটা এমনিতে বেশিক্ষণ জ্বলবে না। দাঁত আপনার সত্যি দেখছি ঠক ঠক করছে। দেখুন তো কটা বাজে, সাড়ে এগারটা। বলেন কী—মনে হচ্ছে কত রাত! ঘরটা ভাল করে দেখে রাখুন। আমি টেবিলে শুয়ে পড়ছি।
ঝর্না তার লেডিজ ব্যাগটা টেবিলে রেখে বলল 'এটা আমার।'
'ঠিক আছে, এটা আপনার।' কপিল দুটো বেঞ্চ টেনে এক করে নিল। বলল, 'আমি শুয়ে পড়ছি। আর কিছু দেখা যাবে না। ঘর অন্ধকার হয়ে যাবে। লাইটার নিভে গেলে, আমরা কিছু দেখতে পাব না। সকাল না হলে কিছু করাও যাবে না।'
ঝর্না বলল, 'ভিজে সায়া শাড়ি। এত ঠাণ্ডা। আচ্ছা আগুন জ্বাললে হয় না।'
'জ্বালুন।'
'কোথায় পাব। না আমি সত্যি ঠাণ্ডায় মরে যাব। ভিজে জামা-কাপড় থাকলে সত্যি মরে যাব। দাঁড়ান দেখেনি। আর কিন্তু লাইটার জ্বালবেন না। ঝর্না ঘরটা ভাল করে দেখে বলল, 'ঠিক আছে নিভিয়ে দিন।'
কপিল টের পেল, ঝর্না শাড়ি খুলে চিপছে। শাড়ি মেলে দিতে পারে। সে যাই করুক—তার এখন শুয়ে পড়া দরকার। শরীর কেমন করছে। বেঞ্চি দুটো টেবিল থেকে বেশ দূরে। হঠাৎ কেন যে আবার ঝর্না বলল, 'এই মশাই, লাইটার জ্বলবে?'
জ্বলবে না কেন? জ্বালালেই জ্বলবে।
'তবে জ্বালান।'
কপিল লাইটার জ্বালিয়ে অবাক। শাড়ি দিয়ে একটা পার্টিশান তৈরি করা হয়েছে। সায়া ব্লাউজ ওদিকের জানালার পাশে। ওদিক থেকে হাত বাড়িয়ে বলল, 'আমার ব্যাগটা দিন, টেবিলে আছে।'
শাড়ির উপর দিয়ে ব্যাগটা দেবার জন্য কপিল খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটল। আর তখনই কেন যে মনে হল হাত পা হিম হয়ে আসছে তার। চোয়াল খুলতে কষ্ট হচ্ছে। সে কোনওরকমে ব্যাগটা দিয়ে বলল,'আমি শুয়ে পড়ছি।
ঝর্না টেবিলের ওপাশ থেকে বলল, ভিজা জামা কাপড়ে শোবেন না। কেউ তো দেখতে আসছে না।'
সে বলতে যাচ্ছিল, 'চোয়াল আমার শক্ত হয়ে যাচ্ছে, ঠাণ্ডায় বোধহয়। কী বলেন।'

কিন্তু আশ্চর্য কেমন নির্বোধ হয়ে যাচ্ছে। কথা বলতে পারছেনা। কেমন এক গভীর অতলে ডুবে যাবার মুখে শুনছে, 'সকালে ডেকে দেবেন। আমার যা ঘুম।'
ওপাশ থেকে সাড়া এল না।
কী ঘুমিয়ে পড়লেন।
সাড়া এল না।
আচ্ছা লোক তো পড়লেন তো মরলেন।
না সাড়া নেই।
ঝর্না ভাবল, মটকা মেরে আছে। থাকুক। কতক্ষণ থাকতে পারে দেখা যাক। ভেবেছে কি। এতটা সুযোগ কে করে দেয়। পুরুষ মানুষ তুমি, কিছু বোঝ না। সে প্রায় ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করল। আর পারছে না। শেষে সে কিছুটা ক্ষেপেই গেল। এই শুনছেন!
সাড়া নেই।
'আলোটা জ্বালুন না।'
আসলে ঝর্না আর পারছে না। তার হাই উঠছিল। একবার যে কাছে গিয়ে ঠেলে দেবে সে সাহসও যেন নেই এত অহঙ্কার একজন পুরুষের—আসবেই। ঘুমের ভান করে কতক্ষণ পড়ে থাকতে পারে দেখাই যাক।
যেন বাজি লড়ছে নিজেকে নিয়ে।
না কেউ আসছে না। তার পাশে এসে বসছে না। সে স্থির থাকতে পারছে না। সে উঠে বসল। শাড়িটা শুকাচ্ছে। হাতড়ে শাড়ি পার হয়ে গেল। কিন্তু বুঝতে পারছে না কোন দিকটায়।
সে অন্ধকারে নুয়ে বেঞ্চি ধরে ধরে এগোচ্ছে। তারপর আবার নুয়ে বেঞ্চি ধরে ফিরছে। আর ডাকছে, 'আপনি কোথায়। লাইটারটা জ্বালুন। চুলের ক্লিপগুলো ছাই কোথায় রাখলাম।
'এই। শুনছেন,'
আচ্ছা ত্যাঁদড় লোকতো! আর পাশেই লোকটাকে সে হাতড়ে হাতড়ে পেয়ে গেল। চিৎ হয়ে শুয়ে আছে।
ঝর্না কপিলের নাক ধরে নাড়া দিল। চিমটি কাটল শরীরে—যেমন করে নর-নারীর মধ্যে খুনসুটি শুরু হয় এবং পরে ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ ঘটে এবং আরও পরে প্রবিষ্ট হওয়ার ঘটনা ঘটে। ঝর্না সেভাবেই এগোচ্ছিল। এবারে বেশ জোরে চিমটি কাটল। তারপর সাড়া না পেয়ে পাশে শুয়ে পড়ল। জড়িয়ে ধরে স্তনে কপিলের হাত টেনে নিল। ছেড়ে দিতেই হাতটা পড়ে গেল। টেনে নিল হাত ফের, গড়িয়ে পড়ে গেল।
এই ওঠুন, ন্যাকামি।' বলে ঝর্না উঠে বসল। কপিলের পা টেনে ধরল। উপরে তুলল। পা-টা ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে না। লাগতে পারে। আস্তে আস্তে পা-টা রাখার সময় বলল, বাবা; কী রাগ। ঠিক আছে। দেখাচ্ছি মজা। সে এবার বেঞ্চ হাতড়ে কপিলের মাথার দিকে চলে গেল। মুখে বার বার ঠোঁট ঘষতে থাকল। বলল, কপিল, আমি আর পারছি না—প্লিজ! ক-পি-ল আমাকে ক্ষমা করো প্লিজ। আমি দোষ করেছি। জড়িয়ে না ধরলে আমি মরে যাব। আমি পারছি না। সে কপিলকে টেনে বুকের কাছে আনতে চাইল। আশ্চর্য মরার মতো অসাড়। কী সাংঘাতিক প্রতিশোধ। ক্ষোভে দুঃখে ফের হাত তুলে নিল কপিলের। হাত তার স্তনে এবং নাভিমূলে নিয়ে গেল। পুরুষের অহঙ্কারকে সে তছনছ করে দেবেই। সে তো নারী। সে পারে না। হায়। কিন্তু হাত গড়িয়ে পড়ে গেল। এ কি স্তনে এবং নাভিমূলে হাত নিয়ে এত ঘর্ষণ, তবু তবু কপিল প্রতিশোধ নিতে চায়। সে আর কী দিতে পারে এত করেও উত্তেজিত করতে পারছে না। সহবাসের আকাঙ্ক্ষায় উন্মত্ত নারী অধীর হয়ে পড়ছে।
যেখানে হাত রাখছে, গড়িয়ে পড়ছে।
'কপিল, কপিল এই...এই'...ঠেলতে থাকল।
'ঢং হচ্ছে।' সে উপরে উঠে বসল।
বুকে মাথা রাখল। সে যথাসাধ্য চেষ্টা করছে—পারছে না। বাসের সেই পুরুষ মানুষটাকেই কপিলের মধ্যে এখন সে খুঁজে বেড়াচ্ছে। খুঁজে পাচ্ছে না। আর তখনই নারী আরও হিংস্র অথবা উন্মত্তের মতো অপমানে জ্বলে উঠল। এত অবহেলা। কী কথা বলবে না। 'এই এই। লাইটারটা কোথায়। বলবেন না। ঠিক বলবেন না ভাবছেন। দেখুন কী করি।'
না সাড়া নেই।
'সব কিছু জ্বালিয়ে দেব। পুড়িয়ে দেব। ভাল হবে না বলে দিচ্ছি। এই-এই। লাইটারটা কোথায় বলুন!'
সে ঠেলা মারতে থাকল।
'ইয়ারকি হচ্ছে! আমাকে নিয়ে মজা করছেন। দাঁড়ান দেখাচ্ছি। আমাকে এত অপমান'।
সে এবার লাইটারটা খুঁজছে। হাতেই তো ছিল। কোথায় রাখল। কোথাও কি পড়ে গেল। সে টেবিল থেকে অন্ধকারে নেমে পাজামা পাঞ্জাবি খুঁজে বার করার চেষ্টা করল। এত অন্ধকার একটি জোনাকি পোকার আলোও সাহায্য করতে পারে। পায়ে কি ঠেকতেই নুয়ে অন্ধকারে হাতড়াতে থাকল। লাইটারটা পেয়ে খুশি। এবার লাইটারের আগুনে শেষ করে দেবে। বের করে দেবে মটকা মেরে পড়ে থাকা। কিন্তু লাইটারটা জ্বালতে পারছে না। অভ্যাস নেই। তবু বার বার চেষ্টা করছে। পায়ের কাছে বসে চেষ্টা করছে। তাকে একা ঘরে পেয়ে বেশ মজা লোটার চেষ্টা করছে। বোঝো এবার। গাল ফর্সা করে দেবে বলেছিলে—এখন কে কার গাল ফর্সা করে দেয় দেখ। পাগলের মতো কী করবে ভেবে পাচ্ছে না।
সে আবার কপিলের হাত ধরে টানতে থাকল। বলল, 'এই আলোটা জ্বালুন না! জ্বলছে না তো। আচ্ছা আপনি কী।'
সেই এক অন্তরঙ্গ কথাবার্তা—যেন সে নিজের ঘরেই ফিরে গেছে। সে তো এভাবে কেবল তার মানুষটার সঙ্গেই কথা বলে। কিন্তু এখনতো সে টের পাচ্ছে, কে কখন যে নিজের মানুষ হয়ে যায়—সে ভাবতে গিয়ে বড়ই অসহায় বোধ করতে থাকল।
লাইটারটা জ্বলল না।
সে ক্ষোভে দুঃখে উঠে যাবে ভাবল। কী ভেবে উঠতে পারল না। ইচ্ছে হল আঁচড়ে খামচে দেয়। তাও পারল না।
সে শুধু বসে থাকল। ক্ষোভে জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠছে। তারপর কী ভেবে কপিলকে জড়িয়ে শুয়ে থাকল। যদি কপিলের মেজাজ শান্ত হয়। শরীরে পা রেখে কখন নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল সে জানে না। কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল জানে না। হঠাৎ মড় মড় শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। কোথাও গাছ উপড়ে পড়ল বুঝি। রাত শেষ হয়ে আসছে। ঝড়জল চলছে। সে জানালা খুলে দেখল—হাওয়া ঝাপটা মারছে। শাড়ি মুঠো করে দেখল, শুকিয়ে গেছে। সে শাড়ি সায়া পরে কপিল যেদিকটায় আছে আর যেতে সাহস পেল না। এমন কি মনে হচ্ছে, কপিল জীবিত না মৃত তাও সে জানে না। সে প্রায় চোরের মতো ঘর থেকে বের হয়ে গেল। কারণ ঘরের মধ্যে তার কেন জানি দম বন্ধ হয়ে আসছিল।
সে যেন ধরা পড়ার ভয়েই এবার সত্যি ছুটে পালাবে।
কপিল ডাকল, চলে যাচ্ছেন।
ঝর্না বিশ্বাস করতে পারল না। কপিল দরজায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।
ঝর্না দৌড়ে ছুটে আসছে। হঠাৎ জামা ধরে এমন ঝাঁকুনি দিল যে কপিল কিঞ্চিৎ বিভ্রমে পড়ে গেল। আপনি এত নিষ্ঠুর। আপনি আমাকে এত অপমান করতে পারলেন।
কপিল বলল, 'কী যে হয়েছিল জানি না। আমি কিচ্ছু টের পাইনি জানেন। সকালে ঘুমটা ভেঙে গেল। আমি কী করেছি।'
'ঘুম! আপনি ঘুমাচ্ছিলেন, আপনি পুরুষমানুষ। আপনি, আপনি আমাকে কেন এত খাটো করলেন। কেন? কেন?'
কপিল বলল,' আমি কিছু জানি না। কিছু একটা আমার হয়েছিল। চলুন সকাল হয়ে গেছে। বাস রাস্তায় উঠে যাই। বেহুঁশের মতো ঘুমিয়েছি।' মাথা ঝাঁকিয়ে বলল সব পরিষ্কার।
ঝর্না আর কথা বলতে পারল না। ফুঁপিয়ে কাঁদছে। তার কেবল মনে হচ্ছে কপিল ইচ্ছে করেই তাকে এত খাটো করেছে। সে এত বেহায়া এর আগে কোনওদিন টের পায়নি। কপিল খুঁড়িয়ে হাঁটছিল। আর ঝর্নার দিকে তাকিয়ে হাসছিল। কপিলের হাসি দেখে ঝর্নার গা জ্বলে যাচ্ছে। ♣



অলংকরণ : সুনীল শীল